Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য় পত্র

২য় অধ্যায় - ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ সন্ধি

১.ত্ এর পরে ল থাকরে সন্ধিতে ত্ এবং ল্ মিলে কোনটা হয়?
ক) ড খ) দ্ধ
গ) ল্ব ঘ) ল্ল

২.কোনটির নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না?
ক) কুলটা খ) গায়ক
গ) পশ্বধম ঘ) নদ্যম্বু

৩.'অত্যন্ত' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) অত্য + অন্ত খ) অতি + অন্ত্য
গ) অতি + ন্ত ঘ) অতি + অন্ত

৪.'তন্বী' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
ক) তনু + ঈ খ) তনু + ই
গ) তন্বী + ঈ ঘ) তনী + ব

৫.'সদা + এব' এর সঠিক সন্ধি হলো -
ক) সর্বদা খ) সর্বত্র
গ) সদৈব ঘ) সর্বৈব

৬.'গায়ক' - এর সন্ধি কোনটি?
ক) গা + ওক খ) গা + অক
গ) গা + য়ক ঘ) গৈ + অক

৭.'নাত + জামাই' - এর সঠিক সন্ধিরূপ কোনটি?
ক) নাতিজামাই খ) নাতজামাই
গ) নাজজামাই ঘ) নাতনিজামাই

৮.'বনস্পতি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) বনস্ + পতি খ) বনঃ + পতি
গ) বন + পতি ঘ) বনো + পতি

৯.'নাজজামাই' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) নাতি + জামাই খ) নাতিন + জামাই
গ) নাজ্ + জামাই ঘ) নাত + জামাই

১০.'ষষ্ঠ' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) ষট্ + থ খ) ষষ + থ
গ) ষষ্ + ট ঘ) ষষ্ + ঠ

১১."অন্বেষণ' শব্দটি কোন সন্ধি?
ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) বিসর্গ সন্ধি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

১২.উপরি + উক্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি?
ক) উপরিউক্ত খ) উপর্যপরি
গ) উপর্যুক্ত ঘ) পুনরপি

১৩.'পরীক্ষা' - এর সন্ধি বিচ্ছেধ কোনটি?
ক) পরি + ঈক্ষা খ) পরী + ঈক্ষা
গ) পরী + ইক্ষা ঘ) পরি + ইক্ষা

১৪.'যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই' এখানে কোন ধ্বনি লোপ পেয়েছে?
ক) আ খ) অ
গ) ই ঘ) এ

১৫.'বিদ্যালয়' সন্ধিতে কোন সূত্রের প্রয়োগ হয়েছে?
ক) অ + অ খ) অ + আ
গ) আ + আ ঘ) আ + অ

১৬.সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় কোন সন্ধিটিতে?
ক) প্রাতঃ + কাল খ) শিরঃ + ছেদ
গ) শিরঃ + পীড়া ঘ) মনঃ + কষ্ট

১৭.'পূর্ণেন্দু' কোন সন্ধি?
ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) বিসর্গ সন্ধি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

১৮.'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ -
ক) কৃ + ক্তি খ) কৃষ্ + তি
গ) কৃঃ + তি ঘ) কৃষ + টি

১৯.'নিষ্কর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) নিঃ + কর খ) নীঃ + কর
গ) নিষ + কর ঘ) নিস্ + কর

২০.'সন্ধি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক) সম + ধি খ) সম্ + ধি
গ) সম্ + ন্ধি ঘ) সণ্ + ধি

২১.'মস্যাধার' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) মসি + আধার খ) মস্যা + আধার
গ) মসিহ + আধার ঘ) মসী + আধার

২২.বিসর্গ সন্ধি বস্তুত কোন সন্ধির অন্তর্গত?
ক) ব্যঞ্জনসন্ধির খ) স্বরসন্ধির
গ) নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির

২৩.'সঞ্চয়' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) সন্ + চয় খ) সম্ + চয়

গ) সঙ্ + চয় ঘ) সং + চয়

২৪.'অহরহ' - এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) অহঃ + রহ খ) অহঃ + অহ
গ) অহঃ + অহঃ ঘ) অহ + রহ

২৫.'শীতার্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) শীত + ঋত খ) শীত + আর্ত
গ) শিত + ঋত ঘ) শিত + অর্ত

২৬.যে ক্ষেত্রে উচ্চারণে আয়াসের লাঘব হয় অথচ ধ্বনিমাধুর্য রক্ষিত হয় না, সেক্ষেত্রে কিসের বিধান নেই?
ক) সমাসের খ) প্রত্যয়ের
গ) সন্ধির ঘ) বচনের

২৭.কোনটি সন্ধির উদ্দেশ্য?
ক) শব্দের মিলন খ) বর্ণের মিল
গ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন ঘ) শব্দগত মাধুর্য সম্পাদন

২৮.কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণ?
ক) সংস্কার/পরিষ্কার খ) অতএব
গ) সংশয় ঘ) মনোহর

২৯.কোন প্রকারের সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম?
ক) তৎসম সন্ধি খ) বাংলা সন্ধি
গ) স্বরসন্ধি ঘ) ব্যঞ্জন সন্ধি

৩০. যে সন্ধি কোনো নিয়ম মানে না, তাকে বলে -
ক) ব্যঞ্জনসন্ধি খ) স্বরসন্ধি
গ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঘ) বিসর্গ সন্ধি

৩১.'রাজ্ঞী' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?
ক) রাজ্ + নী খ) রাগ + গী
গ) রাজন + গী ঘ) রাজা + গি

৩২.'দ্যুলোক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) দু + লোক খ) দ্বি + লোক
গ) দুই + লোক ঘ) দিব্ + লোক

৩৩.'নাবিক' - এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) না + ইক খ) নো + ইক
গ) নৌ + ইক ঘ) না + বিক

৩৪.নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
ক) পরিষ্কার খ) ষড়ানন
গ) সংস্কার ঘ) আশ্চর্য

৩৫.'লবণ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ -
ক) লো + অন খ) লব + ন
গ) লব + অন ঘ) লো + বন

৩৬.সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?
ক) পড়ার সুবিধা খ) লেখার সুবিধা
গ) উচ্চারণের সুবিধা ঘ) শোনার সুবিধা

৩৭.কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?
ক) বাক্ + দান = বাকদান খ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
গ) পর + পর = পরস্পর ঘ) সম্ + সার = সংসার

৩৮.বিসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

৩৯.ত্/দ্ এর পর চ্/ছ্ থাকলে ত্/দ্ এর স্থানে 'চ্' হয়। এর উদাহরণ কোনটি?
ক) সজ্জন খ) সচ্ছাত্র
গ) উচ্ছ্বাস ঘ) বিচ্ছিন্ন

৪০.'বৃষ্টি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) বৃস + টি খ) বৃশ + টি
গ) বৃষ্ + তি ঘ) বৃষ + টি

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

১ম অধ্যায় - ২য় পরিচ্ছেদঃ বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

১.এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে কী তৈরি হয়?
ক) রূপ খ) বাক্য
গ) অর্থ ঘ) শব্দ

২.বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে?
ক) উইলিয়াম কেরী
খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘ) মি. এন. বি. হ্যালহেড

৩.বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃত নিয়ম মানে না?
ক) অব্যয় খ) সর্বনাম
গ) ক্রিয়া ঘ) বিশেষণ

৪.'ধাতুরূপ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্বে খ) রূপতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে ঘ) ছন্দতত্ত্বে

৫.'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
ক) ভাষার সংবিধান
খ) ভাষার সংযোজন
গ) ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান
ঘ) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

৬.বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় রচনা করেন?
ক) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ) ড. এনামুল হক

৭.বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশে বর্ণের বিন্যাস আলোচিত হয়?
ক) বাক্যতত্ত্বে খ) রূপতত্ত্বে
গ) শব্দতত্ত্বে ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

৮.বাংলা শব্দ গঠনে কয় প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায়?
ক) দু প্রকার খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার ঘ) পাঁচ প্রকার

৯.রাজা রামমোহন রায়ের রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ) মাগধীয় ব্যকরণ
গ) মাতৃভাষার ব্যাকরণ ঘ) ভাষা ও ব্যাকরণ

১০.ব্যাকরণের 'রূপতত্ত্ব' অংশে আলোচিত হয় -
ক) বাক্য, বাক্য, প্রকরণ, বাগধারা ইত্যাদি
খ) বর্ণ, সন্ধি, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান ইত্যাদি
গ) শব্দ প্রকরণ, পদ প্রকরণ, লিঙ্গ, বচন, শব্দরূপ, ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, ধাতুরূপ, পদক পরিবর্তন
ঘ) উপরের কোনোটিই নয়

১১.প্রত্যয় ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক) বাক্যতত্ত্বে খ) শব্দতত্ত্বে
গ) ধ্বনিতত্ত্বে ঘ) ভাষাতত্ত্বে

১২.শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
ক) ধ্বনিমূল খ) শব্দমূল
গ) রূপ ঘ) রূপমূল

১৩.শব্দতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব

১৪.সমাস ব্যাকরণের কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
ক) শব্দতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব

১৫.সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়?
ক) দুটি খ) তিনটি
গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

১৬.বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পদগুলোর সংস্থাপন ও রূপ পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা ব্যাকরণের কোন অংশে হয়ে থাকে?
ক) ধ্বনিতত্ত্ব অংশে
খ) রূপতত্ত্ব অংশে
গ) বাক্যতত্ত্ব অংশে
ঘ) অভিধানতত্ত্ব অংশে

১৭.'বচন' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) রূপতত্ত্ব খ) ধ্বনিতত্ত্ব
গ) পদক্রম ঘ) বাক্য প্রকরণ

১৮.সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক) ধ্বনিতত্ত্বে খ) রূপতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে ঘ) অর্থতত্ত্বে

১৯.ভাষাকে রূপদান করতে কিসের সাহায্য নিতে হয়?
ক) বাগধারার খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
গ) বাগযন্ত্রের ঘ) চক্ষু ও কর্ণের

২০.ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী কী?
ক) সন্ধি, সমাস, ণত্ব ও ষত্ব বিধান
খ) বাক্য গঠন ও উচ্চারণ

গ) সন্ধি, উপসর্গ ও প্রত্যয়
ঘ) বর্ণ ও বর্ণের উচ্চারণাদি

২১.বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক) রূপতত্ত্ব খ) শব্দতত্ত্ব
গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) পদক্রম

২২.'বচন ও লিঙ্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক) ভাষাতত্ত্বের খ) রূপতত্ত্বের
গ) ধ্বনিতত্ত্বের ঘ) বাক্যতত্ত্বের

২৩.'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কোনটি?
ক) এন. বি. হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণ
খ) ড. সুনীতিকুমার রচিত বাংলা ব্যাকরণ
গ) রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বাংলা ব্যাকরণ

২৪.রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক) বাক্যতত্ত্ব খ) শব্দতত্ত্ব
গ) ধ্বনিতত্ত্ব ঘ) পদক্রম

২৫.রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলো হলো -
ক) সন্ধি, ণত্ব-বিধান, পদ
খ) শব্দ গঠন, পদ পরিবর্তন
গ) পদক্রম, পদ পরিবর্তন
ঘ) ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, উচ্চারণ স্থান

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

১ম অধ্যায় - ১ম পরিচ্ছেদ: ভাষা

১. নিচের কোনটি ফরাসি শব্দ?
ক) হরতাল খ) পাদ্রি
গ) তোপ ঘ) কুপন

২. কোনটি দেশি শব্দের উদাহরণ?
ক) লুঙ্গি খ) খোকা
গ) সাবেক ঘ) সম্রাট

৩. মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে কী বলে?
ক) ধ্বনি খ) শব্দ
গ) বাক্য ঘ) ভাষা

৪. কোনটি আরবি শব্দ?
ক) গোসল খ) রোযা
গ) বেহেশত ঘ) নামায

৫. কোনটি প্রশাসনিক শব্দ?
ক) নালিশ খ) নমুনা
গ) কলেজ ঘ) রপ্তানি

৬. কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়?
ক) পালি খ) হিন্দি
গ) উড়িয়া ঘ) বঙ্গকামরূপী

৭. বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন ভাষা বাংলা ভাষা?
ক) আসাম খ) পশ্চিমবঙ্গ
গ) গুজরাট ঘ) উত্তর প্রদেশ

৮. গুজরাটি শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক) হরতাল খ) লুঙ্গি
গ) রিক্সা ঘ) চাকু

৯. প্রাতিপাদিক কী?
ক) সাধিত শব্দ খ) বিভক্তিযুক্ত শব্দ
গ) বিভক্তিহীন নামশব্দ ঘ) উপসর্গযুক্ত শব্দ

১০. নিচের কোনগুলো পর্তুগিজ শব্দ?
ক) আলমারি, গুদাম খ) চাহিদা, শিখ
গ) চা, চিনি ঘ) কুপন, ডিপো

১১. ভাষা কী?
ক) উচ্চারণের প্রতীক খ) কণ্ঠের উচ্চারণ
গ) ভাব প্রকাশের মাধ্যম ঘ) ধ্বনির সমষ্টি

১২. 'পাউরুটি' শব্দটি কোন ভাষার?
ক) পর্তুগিজ খ) ফরাসি
গ) গুজরাটি ঘ) পাঞ্জাবি

১৩. কোনটি ফারসি শব্দ?
ক) যাকাত খ) উকিল
গ) পয়গম্বর ঘ) চশমা

১৪. 'ডাক্তারখানা' মিশ্র শব্দটি কোন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত?
ক) ইংরেজি+ফারসি খ) ইংরেজি+আরবি
গ) ইংরেজি+সংস্কৃত ঘ) বাংলা+আরবি

১৫. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ক) চন্দ্র/ধর্ম খ) গিন্নী
গ) ডিঙ্গা ঘ) ঈমান

১৬. সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত অপরিবর্তনীয় শব্দসমূহের নাম কী?
ক) তৎসম শব্দ খ) তদ্ভব শব্দ
গ) অর্ধতৎসম শব্দ ঘ) দেশি শব্দ

১৭. বক্তৃতায় ভাষার কোন রীতির ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়?
ক) সাধু খ) চলিত
গ) কথ্য বাংলা ঘ) আঞ্চলিক

১৮. কোনটি দেশি শব্দ নয়?
ক) পেট খ) চাঙারী
গ) ঘর ঘ) ঠোঙা

১৯. কোনটি ধর্মসংক্রান্ত ফারসি শব্দ?
ক) কুরআন খ) রোযা/যাকাত
গ) নালিশ ঘ) ঈদ

২০. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?
ক) মধুমালতী খ) সিকান্দারনামা
গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ) বৈষ্ণব পদাবলি

২১. ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বর্তমানে বাংলা ভাষার স্থান কততম
ক) চতুর্থ খ) পঞ্চম
গ) ষষ্ঠ ঘ) সপ্তম

২২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগবিভাগ কয়টি?
ক) ৩টি খ) ৪টি

গ) ৫টি ঘ) ৬টি

২৩. কোনটি মিশ্র শব্দ নয়?
ক) পকেটমার খ) চৌ-হদ্দী
গ) খ্রিষ্টাব্দ ঘ) হেডমাস্টার

২৪. বাংলা ভাষার কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী?
ক) চলিত রীতি খ) কথ্য রীতি
গ) সাধুরীতি ঘ) আঞ্চলিক রীতি

২৫. কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দের উদাহরণ?
ক) ডাগর খ) হাত
গ) কুলা ঘ) সবগুলো

২৬. কোনটি প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ফারসি শব্দ?
ক) দফতর, দস্তখত খ) জান্নাত, গোসল
গ) আমদানি, রপ্তানি ঘ) আদালত, কানুন

২৭. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) গুরুগম্ভীর খ) গুরুচন্ডালী
গ) অবোধ্য ঘ) দুর্বোধ্য

২৮. 'চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংকুচিত হয়' - এ কথাটি -
ক) ভিত্তিহীন খ) অবাস্তব
গ) সম্পূর্ণ সত্য ঘ) আংশিক সত্য

২৯. বাংলা ভাষার কোন শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়?
ক) তৎসম খ) তদ্ভব
গ) অর্ধ তৎসম ঘ) দেশি

৩০. তামিল ভাষার শব্দ কোনটি?
ক) পেট খ) কুলা
গ) চুলা ঘ) কুড়ি

৩১. বাংলা ভাষার চলিত রীতির প্রবর্তন করেন কে?
ক) প্যারীচাঁদ মিত্র খ) গিরীশচন্দ্র সেন
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২. 'লুঙ্গি' কোন ভাষার শব্দ?
ক) গুজরাটি খ) পাঞ্জাবি
গ) তুর্কি ঘ) জাপানি

৩৩. নিচের কোন ব্যক্তি চলিত ভাষার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) কাজী নজরুল ইসলাম
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩৪. 'আলপিন' কোন ভাষার শব্দ?
ক) পর্তুগিজ খ) ওলন্দাজ
গ) গুজরাটি ঘ) তুর্কি

৩৫. ভাষা কিসের দ্বারা সৃষ্ট হয়?
ক) মনের সাহায্যে খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে
গ) ঠোঁটের সাহায্যেঘ) বাগযন্ত্রের সাহায্যে

৩৬. 'Oxygen' - এর ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) উদযান খ) সহযান
গ) অম্লজান ঘ) অক্সিজেন

৩৭. বিশুদ্ধ চলিত ভাষা কোনটি?
ক) সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল
খ) সামনে একটি বাঁশ বাগান পড়ল
গ) সামনে একটি বাঁশ বাগান পড়িল
ঘ) সম্মুখে একটি বাঁশ বাগান পড়ল

৩৮. কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ক) ইনসান খ) টোপর
গ) বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) ডাক্তারখানা

৩৯. 'চানাচুর' কোন দেশি শব্দ?
ক) চীনা খ) হিন্দি
গ) আরবি ঘ) ফারসি

৪০. মধ্যযুগে বাংলা লেখ্য সাধুরীতির সামান্য নমুনা পাওয়া যায় -
ক) কাব্যসাহিত্যে খ) দলিল-দস্তাবেজে
গ) পুঁথি সাহিত্যে ঘ) চিঠিপত্রে

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

২য় অধ্যায় - ১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনিতত্ত্ব

১.বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক) ৭টি খ) ৮টি
গ) ১০টি ঘ) ৩২টি

২.অর্ধমাত্রাযুক্ত স্বরবর্ণ কতটি?
ক) ৪টি খ) ৬টি
গ) ১টি ঘ) ২টি

৩.বাংলা বর্ণমালায় অনুনাসিক বর্ণ কয়টি?
ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৪.বাংলা বর্ণমালায় ব্যাঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কতটি?
ক) ১৩টি খ) ১১টি
গ) ৪৯টি ঘ) ৩৯টি

৫.চ ও জ - এর পরে নাসিক্য ধ্বনি কী হয়?
ক) তালব্য খ) দন্ত্য
গ) মূর্ধন্য ঘ) ওষ্ঠ্য

৬.তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত 'অ' কী হয়?
ক) বিবৃত হয় খ) প্রকৃত হয়
গ) সংবৃত হয় ঘ) অপ্রকৃত হয়

৭.'সায়াহ্ন' শব্দে 'হ্ন' কোন কোন বর্ণের মিলিত রূপ?
ক) হ্ + ন খ) হ্ + ণ
গ) ন্ + হ ঘ) ণ্ + হ

৮.কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাধা পায়?
ক) কণ্ঠ্যধ্বনি খ) স্বরধ্বনি
গ) ব্যঞ্জনধ্বনি ঘ) ইংরেজি ধ্বনি

৯.নিচের কোন শব্দটিতে 'ঞ'-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে?
ক) খঞ্জ খ) জ্ঞান
গ) বিজ্ঞান ঘ) সংজ্ঞা

১০.বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয় 'ব' অন্তঃস্থ 'ব' - এর কিসে কোনো পার্থক্য নেই?
ক) বিন্যাসে খ) আকৃতিতে
গ) অবস্থানে ঘ) শব্দ ব্যবহারে

১১.Phoneme অর্থ কী?
ক) ধ্বনিমূল খ) শব্দমূল
গ) বাক্যমূল ঘ) পদমূল

১২.'অ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কোনটি?
ক) প্রতিভা খ) প্রচুর
গ) প্রত্যয় ঘ) প্রিয়তম

১৩.কোন দুটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়?
ক) ষ এবং স খ) য এবং ব
গ) ন এবং ম ঘ) য্ এবং ব্

১৪.ন, ল, স - এর উচ্চারণ স্থান হল -
ক) জিহ্বামূল খ) অগ্রতালু
গ) পশ্চাৎ দন্তমূল ঘ) অগ্র দন্তমূল

১৫.কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে?
ক) অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ) অঘোষ ধ্বনি
গ) মহাপ্রাণ ধ্বনি ঘ) শ্বাস ধ্বনি

১৬.কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি?
ক) ঔ খ) ই
গ) ঐ ঘ) সবকয়টি

১৭.চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ঞ' থাকলে, এর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কী রকম থাকে?
ক) হারিয়ে যায় খ) বজায় থাকে
গ) জীবন্ত থাকে ঘ) সহজ হয়

১৮. বাংলা ব্যাকরণের পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনগুলো?
ক) ঙ, ঞ, ম খ) ঃ, ং
গ) জ, য, ৎ ঘ) শ, ষ, স

১৯.স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্তাকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে কী বলে?
ক) ফলা খ) কার
গ) রেখা ঘ) যুক্তবর্ণ

২০.উচ্চারণ স্থান অনুসারে 'ট' বর্গীয় ধ্বনিসমূহের নাম কী?
ক) কণ্ঠ্যধ্বনি খ) তালব্য ধ্বনি
গ) মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ) দন্ত্য ধ্বনি

২১.কোন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্তবর্ণ হিসেবে উচ্চারিত হলে দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' তে পরিবর্তিত হয়?
ক) ট, ঠ খ) ঋ, র
গ) য, ব ঘ) ক, প

২২.'ক্ষ' - এই যুক্তবর্ণের সঠিক বিশ্লেষণ কোনটি?
ক) হ্ + ম খ) ষ্ + হ
গ) ষ্ + ম ঘ) ক্ + ষ

২৩.'ক্ষ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) ক্ + ষ খ) ষ্ + ক
গ) হ্ + ম ঘ) ষ্ + ণ

২৪.বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি?
ক) বত্রিশটি খ) দশটি
গ) আটটি ঘ) এগারটি

২৫.বাংলা বর্ণমালায় মোট কতটি সরল বা অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক) এগারটি খ) ঊনচল্লিশটি
গ) ঊনপঞ্চাশটি ঘ) পঞ্চাশটি

২৬.চ, ছ, জ, ঝ, ঞ - এ পাঁচটি তালব্য ধ্বনির অপর নাম কী?
ক) পশ্চাৎ তালুজাত ধ্বনি খ) পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি
গ) অগ্র তালুজাত ধ্বনি ঘ) অগ্র দন্তমূলীয় ধ্বনি

২৭.অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্যধ্বনি কোনটি?
ক) খ খ) ঝ
গ) ছ ঘ) ফ

২৮.ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
ক) কার খ) ফলা
গ) মাত্রা ঘ) কষি

২৯.অঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য বর্ণ কোনটি?
ক) ট খ) ব
গ) ফ ঘ) ধ

৩০.ধ্বনি কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়?
ক) ফুসফুস খ) জিহ্বা
গ) বাগযন্ত্র ঘ) কণ্ঠধ্বনি

৩১.কোন ধ্বনি উচ্চারণ করতে স্বরতন্ত্রী বেশি অনুরণিত হয়?
ক) ঘোষ ধ্বনি খ) অঘোষ ধ্বনি
গ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনি

৩২.স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ লেখা হয় কখন?
ক) স্বরধ্বনি যখন ব্যাঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়
খ) স্বরবর্ণ যখন স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়
গ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ব্যবহৃত হলে
ঘ) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে ব্যবহৃত হলে

৩৩.নিচের কোন শব্দে 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে?
ক) তৃণ খ) মৌন
গ) অতি/করুণ/অতুল ঘ) অমানিশা

৩৪.'ঙ' - এর উচ্চারণ স্থানের নাম কী?
ক) দন্তমূল খ) কণ্ঠ
গ) ওষ্ঠ্য ঘ) নাসিক্য

৩৫.কোন বর্গের বর্ণগুলো দন্তমূলীয়?
ক) ট বর্গ খ) ত বর্গ
গ) চ বর্গ ঘ) ক বর্গ

৩৬.কোন শব্দের ফলা উচ্চারিত হচ্ছে না?
ক) সম্মান খ) শ্মশান
গ) ব্রাহ্মণ ঘ) বহ্নি

৩৭.বাংলা বর্ণমালার উৎস কী?
ক) সংস্কৃতলিপি খ) ব্রাহ্মীলিপি
গ) তিব্বতীলিপি ঘ) দেবনাগরীলিপি

৩৮.একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' কীরূপ হয়?
ক) বিবৃত খ) অসংবৃত
গ) বিস্তৃত ঘ) সংবৃত

৩৯.ধ্বনি উচ্চারণের উৎস কোনটি?
ক) কণ্ঠ খ) শ্বাসনালী
গ) স্বরতন্ত্রী ঘ) ফুসফুস

৪০.নিচের কোনটির আদি 'অ' ধ্বনি সংবৃত?
ক) অরুণ/করুণ খ) অজগর
গ) অসময় ঘ) অনাহার

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

২য় অধ্যায় - ২য় পরিচ্ছেদ: ধ্বনির পরিবর্তন

১.অপিনিহিতি অথবা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে কী বলে?
ক) নামধাতু খ) অন্তর্হতি
গ) অভিশ্রুতি ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

২.পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে - এমন উদাহরণ নিচের কোনটি?
ক) আশা > আশ খ) জানালা > জানলা
গ) বিলাতি > বিলিতি ঘ) চক্র > চকক

৩.কোনটি আদি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক) আইজ খ) রতন
গ) ইস্কুল ঘ) সত্যি

৪.দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে?
ক) সমীভবন খ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা ঘ) বিষমীভবন

৫.কোন শব্দটি অন্যোন্য স্বরসংগতির উদাহরণ?
ক) বিলিতি খ) মুড়ো
গ) শিকে ঘ) মুজো

৬.পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে, দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় - এরূপ স্বরধ্বনিকে কী বলে?
ক) মৌলিক স্বর খ) যৌগিক স্বর
গ) সাধিত স্বর ঘ) অল্প স্বর

৭.স্কুল > ইস্কুল পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নাম কী?
ক) আদি স্বরাগম খ) স্বরলোপ
গ) মধ্য স্বরাগম ঘ) অন্ত্যস্বরাগম

৮.রিকসা > রিসকা - কিসের উদাহরণ?
ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি খ) ধ্বনি বিপর্যয়
গ) বিষমীভবন ঘ) বিপ্রকর্ষ

৯.চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে 'ঙ' থাকলে এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য কী রকম থাকে?
ক) হারিয়ে যায় খ) বজায় থাকে
গ) জীবন্ত থাকে ঘ) সহজ হয়

১০.কোনগুলো আদি স্বরাগম?
ক) স্নেহ > সিনেহ, দর্শন > দরিশন
খ) রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম
গ) স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্কুল > ইস্কুল
ঘ) গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক

১১.ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক) আজি > আইজ খ) পিশাচ > পিচাশ
গ) পাকা > পাক্কা ঘ) স্কুল > ইস্কুল

১২.শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করাকে কী বলে?
ক) সমীভবন খ) অসমীকরণ
গ) মধ্যস্বর লোপ ঘ) পরাগত সমীভবন

১৩.'শরীর > শরীল' - ধ্বনির পরিবর্তনে এটি কিসের উদাহরণ?
ক) সমীভবন খ) অন্তর্হতি
গ) ব্যঞ্জনচ্যুতি ঘ) বিষমীভবন

১৪.স্বরভক্তির অপর নাম কী?
ক) বিপ্রকর্ষ খ) অভিশ্রুতি
গ) অন্ত্যস্বরাগম ঘ) অপিনিহিতি

১৫.স্বরলোপের উদাহরণ কোনগুলো?
ক) বাক্য > বাইক্য, সত > সইত্য
খ) শরীর > শরীল, লাল > নাল
গ) বসতি > বসতি, জানালা > জানলা
ঘ) কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা

১৬.উৎ + মুখ > উন্মুখ কিসের উদাহরণ?
ক) প্রগত খ) মধ্যগত
গ) অন্যোন্য ঘ) পরাগত

১৭.পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ হলে তাকে কী বলে?
ক) অভিশ্রুতি খ) বিষমীভবন
গ) স্বরলোপ ঘ) অন্তর্হতি

১৮.আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে কোন স্বরসংগতি বলে?
ক) আদি স্বরসংগতি খ) পরাগত স্বরসংগতি
গ) প্রগত স্বরসংগতি ঘ) মধ্য স্বরসংগতি

১৯.শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক) অপিনিহিতি খ) অসমীকরণ
গ) ধ্বনি বিপর্যয় ঘ) বিষমীভবন

২০.ধ্বনি বিপর্যয় - এর উদাহরণ কোনটি?
ক) মুড়া > মুড়ো খ) বাকস > বাসক

গ) মোজা > মুজো ঘ) দেশি > দিশি

২১.কোনগুলো দ্বিত্ব ব্যঞ্জন?
ক) পক্ব > পকক, পদ্ম > পদ্দ
খ) পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল
গ) জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না
ঘ) রাধনা > রান্না, গৃহিণী > গিন্নী

২২.'আলাহিদা > আলাদা' কীসের উদাহরণ?
ক) ব্যঞ্জনচ্যুতি খ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
গ) সমীভবন ঘ) অন্তর্হতি

২৩.'পুরোহিত > পুরুত' কিসের উদাহরণ?
ক) ব্যঞ্জনচ্যুতি খ) হ-কার লোপ
গ) অন্তর্হতি ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি

২৪.একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক) স্বরলোপ খ) সমীকরণ
গ) অন্তস্বরলোপ ঘ) স্বরসংগতি

২৫.Prothesis - অর্থ হলো -
ক) মধ্যস্বরাগম খ) আদি স্বরাগম
গ) অন্ত্যস্বরাগম ঘ) অপিনিহিতি

২৬.কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ?
ক) কবাট > কপাট খ) লাফ > ফাল
গ) ফাল্গুন > ফাগুন ঘ) শরীর > শরীল

২৭.দ্রুত উচ্চারণের জন্যে শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনির লোপকে কী বলে?
ক) বিষমীভবন খ) সমীভবন
গ) স্বরসংগতি ঘ) সম্প্রকর্ষ

২৮.মাছুয়া > মেছা - কোন নিয়ম?
ক) অভিশ্রুতি খ) অপশ্রুতি
গ) অন্তর্হতি ঘ) সম্প্রকর্ষ

২৯.ক্লেশ > কিলেশ, প্রীতি > পিরীতি, গ্লাস > গেলাস - এগুলো কিসের উদাহরণ?
ক) অপিনিহিতি খ) স্বরসংগতি
গ) স্বরাগম ঘ) সমীভবন

৩০.একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্যে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়াকে কী বলে?
ক) পরাগত খ) সম্প্রকর্ষ
গ) স্বরসংগতি ঘ) অসমীকরণ

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

২য় অধ্যায় - ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ সন্ধি

১.ত্ এর পরে ল থাকরে সন্ধিতে ত্ এবং ল্ মিলে কোনটা হয়?
ক) ড খ) দ্ধ
গ) ল্ব ঘ) ল্ল

২.কোনটির নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না?
ক) কুলটা খ) গায়ক
গ) পশ্বধম ঘ) নদ্যম্বু

৩.'অত্যন্ত' এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) অত্য + অন্ত খ) অতি + অন্ত্য
গ) অতি + ন্ত ঘ) অতি + অন্ত

৪.'তন্বী' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
ক) তনু + ঈ খ) তনু + ই
গ) তন্বী + ঈ ঘ) তনী + ব

৫.'সদা + এব' এর সঠিক সন্ধি হলো -
ক) সর্বদা খ) সর্বত্র
গ) সদৈব ঘ) সর্বৈব

৬.'গায়ক' - এর সন্ধি কোনটি?
ক) গা + ওক খ) গা + অক
গ) গা + য়ক ঘ) গৈ + অক

৭.'নাত + জামাই' - এর সঠিক সন্ধিরূপ কোনটি?
ক) নাতিজামাই খ) নাতজামাই
গ) নাজজামাই ঘ) নাতনিজামাই

৮.'বনস্পতি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) বনস্ + পতি খ) বনঃ + পতি
গ) বন + পতি ঘ) বনো + পতি

৯.'নাজজামাই' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) নাতি + জামাই খ) নাতিন + জামাই
গ) নাজ্ + জামাই ঘ) নাত + জামাই

১০.'ষষ্ঠ' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) ষট্ + থ খ) ষষ + থ
গ) ষষ্ + ট ঘ) ষষ্ + ঠ

১১."অন্বেষণ' শব্দটি কোন সন্ধি?
ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) বিসর্গ সন্ধি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

১২.উপরি + উক্ত সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি?
ক) উপরিউক্ত খ) উপর্যপরি
গ) উপর্যুক্ত ঘ) পুনরপি

১৩.'পরীক্ষা' - এর সন্ধি বিচ্ছেধ কোনটি?
ক) পরি + ঈক্ষা খ) পরী + ঈক্ষা
গ) পরী + ইক্ষা ঘ) পরি + ইক্ষা

১৪.'যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই' এখানে কোন ধ্বনি লোপ পেয়েছে?
ক) আ খ) অ
গ) ই ঘ) এ

১৫.'বিদ্যালয়' সন্ধিতে কোন সূত্রের প্রয়োগ হয়েছে?
ক) অ + অ খ) অ + আ
গ) আ + আ ঘ) আ + অ

১৬.সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় কোন সন্ধিটিতে?
ক) প্রাতঃ + কাল খ) শিরঃ + ছেদ
গ) শিরঃ + পীড়া ঘ) মনঃ + কষ্ট

১৭.'পূর্ণেন্দু' কোন সন্ধি?
ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) বিসর্গ সন্ধি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

১৮.'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ -
ক) কৃ + ক্তি খ) কৃষ্ + তি
গ) কৃঃ + তি ঘ) কৃষ + টি

১৯.'নিষ্কর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) নিঃ + কর খ) নীঃ + কর
গ) নিষ + কর ঘ) নিস্ + কর

২০.'সন্ধি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?
ক) সম + ধি খ) সম্ + ধি
গ) সম্ + ন্ধি ঘ) সণ্ + ধি

২১.'মস্যাধার' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) মসি + আধার খ) মস্যা + আধার
গ) মসিহ + আধার ঘ) মসী + আধার

২২.বিসর্গ সন্ধি বস্তুত কোন সন্ধির অন্তর্গত?
ক) ব্যঞ্জনসন্ধির খ) স্বরসন্ধির
গ) নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির

২৩.'সঞ্চয়' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) সন্ + চয় খ) সম্ + চয়

গ) সঙ্ + চয় ঘ) সং + চয়

২৪.'অহরহ' - এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) অহঃ + রহ খ) অহঃ + অহ
গ) অহঃ + অহঃ ঘ) অহ + রহ

২৫.'শীতার্ত' শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) শীত + ঋত খ) শীত + আর্ত
গ) শিত + ঋত ঘ) শিত + অর্ত

২৬.যে ক্ষেত্রে উচ্চারণে আয়াসের লাঘব হয় অথচ ধ্বনিমাধুর্য রক্ষিত হয় না, সেক্ষেত্রে কিসের বিধান নেই?
ক) সমাসের খ) প্রত্যয়ের
গ) সন্ধির ঘ) বচনের

২৭.কোনটি সন্ধির উদ্দেশ্য?
ক) শব্দের মিলন খ) বর্ণের মিল
গ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন ঘ) শব্দগত মাধুর্য সম্পাদন

২৮.কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণ?
ক) সংস্কার/পরিষ্কার খ) অতএব
গ) সংশয় ঘ) মনোহর

২৯.কোন প্রকারের সন্ধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম?
ক) তৎসম সন্ধি খ) বাংলা সন্ধি
গ) স্বরসন্ধি ঘ) ব্যঞ্জন সন্ধি

৩০. যে সন্ধি কোনো নিয়ম মানে না, তাকে বলে -
ক) ব্যঞ্জনসন্ধি খ) স্বরসন্ধি
গ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঘ) বিসর্গ সন্ধি

৩১.'রাজ্ঞী' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি?
ক) রাজ্ + নী খ) রাগ + গী
গ) রাজন + গী ঘ) রাজা + গি

৩২.'দ্যুলোক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) দু + লোক খ) দ্বি + লোক
গ) দুই + লোক ঘ) দিব্ + লোক

৩৩.'নাবিক' - এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) না + ইক খ) নো + ইক
গ) নৌ + ইক ঘ) না + বিক

৩৪.নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
ক) পরিষ্কার খ) ষড়ানন
গ) সংস্কার ঘ) আশ্চর্য

৩৫.'লবণ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ -
ক) লো + অন খ) লব + ন
গ) লব + অন ঘ) লো + বন

৩৬.সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?
ক) পড়ার সুবিধা খ) লেখার সুবিধা
গ) উচ্চারণের সুবিধা ঘ) শোনার সুবিধা

৩৭.কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?
ক) বাক্ + দান = বাকদান খ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
গ) পর + পর = পরস্পর ঘ) সম্ + সার = সংসার

৩৮.বিসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

৩৯.ত্/দ্ এর পর চ্/ছ্ থাকলে ত্/দ্ এর স্থানে 'চ্' হয়। এর উদাহরণ কোনটি?
ক) সজ্জন খ) সচ্ছাত্র
গ) উচ্ছ্বাস ঘ) বিচ্ছিন্ন

৪০.'বৃষ্টি' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) বৃস + টি খ) বৃশ + টি
গ) বৃষ্ + তি ঘ) বৃষ + টি

৪১.'প্রত্যূষ' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) প্রত্য + উষ খ) প্রত্য + ঊষ
গ) প্রতি + উষ ঘ) প্রতি + ঊষ

৪২.'অ-কারের পর ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়' - এর উদাহরণ কোনটি?
ক) মহৌষধ খ) বনৌষধি
গ) পরমৌষধ ঘ) পরমৌষধি

৪৩.স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে কী সন্ধি বলে?
ক) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি খ) স্বরসন্ধি
গ) বিসর্গ সন্ধি ঘ) ব্যঞ্জনসন্ধি

৪৪.মূর্ধ্য শিষ ধ্বনি 'ষ' এর পর অঘোষ মহাপ্রাণ 'থ' ধ্বনি থাকলে উভয়ে মিলে কী হয়?
ক) ল্ম খ) ষ্ঠ
গ) ষ্ট ঘ) ঞ

৪৫.সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য -
ক) স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজসাধ্য
খ) উচ্চারণের দ্রুততা
গ) আঞ্চলিক ভাষার মাধুর্য রক্ষা
ঘ) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলন

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

৩য় অধ্যায় - ১ম পরিচ্ছেদ: পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

১.'মরদ' এর স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক) মরদী খ) মরদিনী
গ) জেনানা ঘ) জেনানী

২.কোন শব্দটি 'ঈ' প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) জেলেনী খ) কৃষাণী
গ) চাকরানী ঘ) সাপিনী

৩.বাংলায় কতকগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় - কোন পুরুষবাচক শব্দের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য?
ক) অভাগা খ) ননদাই
গ) ঘোষ ঘ) ক ও খ

৪.কোন পুরুষবাচক শব্দটির একাধিক স্ত্রীবাচক রূপ হয়?
ক) হুজুর খ) ঠাকুর
গ) রাজা ঘ) কুমার

৫.শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা যায় কোনটিতে?
ক) অজ খ) খোকা
গ) শিল্পী ঘ) বোন

৬.'শুক' শব্দটির বিপরীত লিঙ্গ কোনটি?
ক) সারী খ) সাড়ী
গ) শাড়ী ঘ) কোনোটিই নয়

৭.'তিনি' কোন পুরুষের কোন রূপ?
ক) মধ্যম পুরুষের সাধারণ রূপ
খ) মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ
গ) নাম পুরুষের সাধারণ রূপ
ঘ) নাম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ

৮.কোনটি 'পত্নী' অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) ছাত্রী খ) দাদি
গ) আয়া ঘ) সৎমা

৯.নিচের কোন শব্দটি কুল উপাধির ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচকতা প্রকাশ করে?
ক) ঘোষজায়া খ) নায়িকা
গ) নর্তকী ঘ) গায়িকা

১০.কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) ছাত্রী খ) দাদি/চাচি/মামি
গ) আয়া ঘ) সৎমা

১১.বাংলা ব্যাকরণে কোন পদে সংস্কৃত লিঙ্গের নিয়ম অনুসরণ করে না?
ক) বিশেষণ খ) অব্যয়
গ) সর্বনাম ঘ) বিশেষ্য

১২.নিম্নের কোনটি কুল-উপাধি ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচকতা রয়েছে
ক) কুহকিনী খ) ঘোষজায়া
গ) নর্তকী ঘ) ধাত্রী

১৩.'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
ক) মালিকা খ) মালবিকা
গ) মালানী ঘ) মালিনী

১৪. পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
ক) রজকী খ) বৈষ্ণবী
গ) মায়াবী ঘ) শ্রোতৃ

১৫.'আনী' স্ত্রী প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক) বাঘিনী খ) চাকরানী
গ) ভাগনী ঘ) জেলেনী

১৬.কোন প্রত্যয়টি যুক্ত হলে স্ত্রীবাচক শব্দে কখনও কখনও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়?
ক) আনী খ) নী
গ) ইনী ঘ) ঈ

১৭.বাংলা ব্যাকরণে পুরুষ কত প্রকার?
ক) তিন খ) চার
গ) পাঁচ ঘ) ছয়

১৮.নাটক-নাটিকা কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক) স্ত্রীবাচক অর্থে খ) পুরুষবাচক অর্থে
গ) ক্ষুদ্রার্থে ঘ) বৃহদার্থে

১৯.'আ' প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক) আধুনিকা খ) অধ্যাপিকা

গ) কলিকা ঘ) মলি-কা

২০.'কুলি শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক) কামিন খ) কামিনী
গ) কুলিনী ঘ) কুলিনা

২১.কোনটি উত্তম পুরুষের উদাহরণ?
ক) আপনি খ) সে
গ) আমি ঘ) তুমি

২২.কোনটির স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন?
ক) গায়ক খ) বিদ্বান
গ) কোকিল ঘ) সতীন

২৩.যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে স্ত্রীবাচক বুঝাতে সেসব শব্দে কী হয়?
ক) তী খ) ত্রী
গ) ত ঘ) বতী

২৪.নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ নয় কোনটি?
ক) সতীন খ) কুলটা
গ) বিধাব ঘ) শিক্ষয়িত্রী

২৫.পুরুষ বা স্ত্রী নির্দেশক সূত্রকে ব্যাকরণে কী বলা হয়?
ক) বচন খ) লিঙ্গ
গ) পুরুষ ঘ) বাচ্য

২৬.বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিধেয় বিশেষণ কীরূপ হয়?
ক) স্ত্রীবাচক খ) স্ত্রীবাচক হয় না
গ) বিশেষ্য স্থানীয় ঘ) সর্বনামজাত

২৭. কোন বাংলা শব্দটি দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বোঝায়?
ক) সতিন খ) জন
গ) সেবিকা ঘ) ঢাকি

২৮.বৃহৎ অর্থে লিঙ্গান্তরিত হয় কোন শব্দ?
ক) মালা খ) গরীয়ান
গ) মুহতারিম ঘ) অরণ্য

২৯.নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের দুটো স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে?
ক) খুড়ো খ) খানম
গ) সতিন ঘ) বন্ধু

৩০.কোনটি আ-প্রত্যয় যোগে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) আধুনিকা খ) গায়িকা
গ) নায়িকা ঘ) বালিকা

৩১.কোনটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে?
ক) শুক খ) দেবর
গ) খোকা ঘ) গায়ক

৩২.'সম্রাজ্ঞী' কোন নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) বিশেষ নিয়মে খ) স-বর্ণ যোগে
গ) সাধারণ নিয়মে ঘ) নিত্য স্ত্রীবাচক

৩৩.কোন কালে মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের ক্রিয়ারূপ অভিন্ন থাকে?
ক) অতীত কালে খ) ভবিষ্যৎ কালে
গ) বর্তমান কালে ঘ) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে

৩৪.নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
ক) কুলটা খ) শুভ্র
গ) চাতক ঘ) কবিরাজ

৩৫.'ইনী' - স্ত্রী প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?
ক) জেলেনী খ) চাকরানী
গ) কাঙালিনী ঘ) ডাক্তারনী

৩৬.'নাটিকা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) সমার্থে খ) বৃহদার্থে
গ) ক্ষুদ্রার্থে ঘ) বিপরীতার্থে

৩৭.কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?
ক) বেয়াই খ) সাহেব
গ) কবিরাজ ঘ) সঙ্গী

৩৮. 'রাষ্ট্রপতি' কোন লিঙ্গ?
ক) পুংলিঙ্গ খ) স্ত্রীলিঙ্গ
গ) নিত্যলিঙ্গ ঘ) উভয়লিঙ্গ

৩৯.কোন শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না?
ক) মানী খ) নেতা
গ) পতি ঘ) কৃতদার

৪০.কোনটি বৃহদার্থক স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক) মাতুলানী খ) অরণ্যানী
গ) ভিখারিনী ঘ) কাঙালিনী

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

৩য় অধ্যায় - ২য় পরিচ্ছেদ: দ্বিরুক্ত শব্দ

১.সামান্যতা বুঝাতে বিশেষন শব্দযুগলের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?
ক) কালো কালো চেহারা খ) কবি কবি ভাব
গ) রাশি রাশি ধন ঘ) গরম গরম জিলাপী

২.ধুকধুক কোন অর্থে দ্বিরুক্তি?
ক) সমার্থক দ্বিরুক্তি খ) পৌনঃপুনিকতা অর্থে
গ) অনুভূতি প্রকাশে ঘ) অনরূপ কিছু বুঝাতে

৩.দ্বিরুক্ত শব্দগুলো কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক) কালনিরপেক্ষ খ) বিপরীতার্থক
গ) বিশেষ বা সম্প্রসারিত ঘ) নিরর্থক

৪.কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ?
ক) খেলাধুলা খ) রাশিরাশি
গ) নরম গরম ঘ) হাপুস হুপুস

৫.নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ?
ক) ঝনঝন খ) চুপচাপ
গ) ধীরে ধীরে ঘ) হাতে-নাতে

৬.কোনটি বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি?
ক) হেসে হেসে খ) কাকে কাকে
গ) ভাইয়ে ভাইয়ে ঘ) ভালয় ভালয়

৭.কাল্পনিক অনুকৃতি বিশিষ্ট রূপকে কী বলে?
ক) পদাত্মক শব্দ খ) শব্দাত্মক পদ
গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ) কল্পনাত্মক শব্দ

৮.আধিক্য অর্থে দ্বিরুক্তির ব্যবহার হয়নি কোনটিতে?
ক) ছোট ছোট খ) বার বার
গ) ভালো ভালো ঘ) সবগুলো

৯.ধ্বনির ব্যঞ্জনা বুঝাতে কোন দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি
খ) পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
গ) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ঘ) গা ছমছম করছে

১০.'লাল লাল ফুল'- বাক্যে কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ক) বহুবচন খ) একবচন
গ) শূন্য ঘ) ঈষৎ

১১.পৌনঃপুনিকতা বুঝাতে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার কোনটি?
ক) ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল খ) ঝির ঝির বাতাস বইছে
গ) ধীরে ধীরে যাও ঘ) ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি

১২.কোনটি অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি?
ক) হেসে হেসে খ) যায় যায়
গ) কার কার ঘ) ঢং ঢং

১৩.'আমার জ্বর জ্বর লাগছে' - এ বাক্যে 'জ্বর জ্বর' কোন শব্দের উদাহরণ?
ক) তদ্ভব শব্দ খ) তৎসম শব্দ
গ) দেশি শব্দ ঘ) দ্বিরুক্ত শব্দ

১৪.সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটিতে?
ক) ভাল-মন্দ খ) তোড়-জোড়
গ) ধন-দৌলত ঘ) আমির-ফকির

১৫.'সমার্থক' শব্দযোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে কোনটিতে?
ক) ভালোমন্দ খ) তোড়জোড়
গ) ধন-দৌলত ঘ) আমির-ফকির

১৬.ভিন্নার্থক পদযোগে কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক) আশাযাওয়া খ) মারামারি
গ) চালচলন ঘ) পথঘাট

১৭.নুসাইবা গরম গরম হালিম পছন্দ করে - এখানে 'গরম গরম' কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ক) আধিক্য খ) কল্পনা
গ) সামান্য ঘ) তীব্রতা

১৮.কোনটি যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি?
ক) গরম গরম খ) ঝমঝম
গ) মিটির মিটির ঘ) টুপটাপ

১৯.দ্বিরুক্তি নির্ণয়ে কোনটি সঠিক?
ক) বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তুলেছে - ভাবের গভীরতা
খ) নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায় - বিশেষ্য
গ) চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা - ক্রিয়া
ঘ) থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে - কালের বিস্তার

২০.'আধিক্য' অর্থে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটায়?
ক) জ্বর জ্বর খ) শীত শীত
গ) ধামা ধামা ঘ) টক টক

২১.ভাবের গভীরতা বুঝাতে অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটিতে?
ক) ছি ছি, তুমি কী করেছে?
খ) ঝির ঝির করে বাতাস বইছে

গ) পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
ঘ) বারবার কামান গর্জে উঠল

২২.কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি?
ক) ঝিকিমিকি খ) মারামারি
গ) ছটফট ঘ) চালচলন

২৩.'মাহমুদের কবি কবি ভাব' - এখানে 'কবি কবি' কেন অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ক) আধিক্য বুঝাতে খ) সঠিকতা বুঝাতে
গ) সামান্য বুঝাতে ঘ) তীব্রতা বুঝাতে

২৪."দেখেছ, তার কবি কবি ভাব।" - এ বাক্যে কী বুঝাতে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) আধিক্য বুঝাতে খ) আগ্রহ বুঝাতে
গ) সঠিকতা বুঝাতে ঘ) সামান্যতা বুঝাতে

২৫."রাশি রাশি ধন" - এখানে 'রাশি রাশি' কী অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক) আধিক্য খ) সামান্য
গ) আগ্রহ ঘ) পৌনঃপুনিকতা

২৬.বিভক্তিযুক্ত পদের দু'বার ব্যবহারকে -
ক) শব্দের দ্বিরুক্তি বলে খ) পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে
গ) ধ্বন্যত্মক দ্বিরুক্তি হলে ঘ) যুগ্মরীতি বলে

২৭."পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।" - কোন অর্থে দ্বিরুক্তি?
ক) ভাবের গভীরতা খ) সামান্যতা
গ) বিশেষণ বুঝাতে ঘ) অনুভূতি বুঝাতে

২৮."লোকটা হাড়ে হাড়ে বদমায়েশ" - এখানে 'হাড়ে হাড়ে' দ্বিরুক্ত শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?
ক) সতর্কতা খ) ভাবের প্রগাঢ়তা
গ) কালের বিস্তার ঘ) আধিক্য

২৯.কোন দ্বিরুক্তিটিতে আধিক্য বুঝায়?
ক) ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখ
খ) থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে
গ) লোকটি হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে
ঘ) কোনোটিই নয়

৩০.কোন বাক্যে ক্রিয়াবাচক শব্দের দ্বিরুক্তিরূপে ব্যবহার হয়েছে?
ক) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর খ) শিশুটি ধীরে ধীরে যায়
গ) ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি ঘ) চিকমিক করে বালি

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

৩য় অধ্যায় - ৩য় পরিচ্ছেদ: সংখ্যাবাচক শব্দ

১.কোনটি পূরণবাচক শব্দ?
ক) কুঁড়ি খ) দোসরা
গ) নবম ঘ) ২০

২.'দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক' - এ বাক্যের দ্বিতীয় কোন ধরনের সংখ্যা?
ক) তারিখবাচক খ) অঙ্কবাচক
গ) ক্রমবাচক ঘ) গণনাবাচক

৩.অঙ্কবাচক সংখ্যা কোনটি?
ক) ৯ খ) ষষ্ঠ
গ) সপ্তম ঘ) আটই

৪.গণনার ফলাফল যে চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশকরা হয় তাকে কী বলে?
ক) গণনাবাচক শব্দ খ) পরিমাণবাচক শব্দ
গ) অঙ্কবাচক শব্দ ঘ) তারিখবাচক শব্দ

৫.সংখ্যাবাচক শব্দ কয় প্রকার?
ক) চার প্রকার খ) তিন প্রকার
গ) পাঁচ প্রকার ঘ) দুই প্রকার

৬.সংখ্যা গণনার মূল একক কী?
ক) দশ খ) এক
গ) এক এবং শূন্য ঘ) এক থেকে নয় পর্যন্ত

৭.কোনটি গণনাবাচক শব্দ?
ক) ১২ খ) দ্বাদশ
গ) বার ঘ) বারোই

৮.তারিখবাচক সংখ্যা কোনটি?
ক) ১৫ খ) পঞ্চদশ
গ) পঞ্চম ঘ) দোসরা

৯.এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদি ধারণা আমরা কিসের সাহায্যে পেতে পারি?
ক) পদাশ্রিত নির্দেশক খ) অঙ্কবাচক শব্দ
গ) বচন ঘ) সংখ্যাবাচক শব্দ

১০.'সপ্তাহ' কোন সংখ্যাবাচক শব্দের উদাহরণ?
ক) অঙ্কবাচক খ) পরিমাণবাচক
গ) পূরণবাচক ঘ) তারিখবাচক

১১.'চৌদ্দ' - এর পূরণবাচক শব্দ কোনটি?
ক) চৌদ্দ খ) ১৪
গ) চতুর্দশ ঘ) চৌদ্দই

১২.সংখ্যা কী কাজে লাগে?
ক) পাঠে খ) আহারে
গ) খেলায় ঘ) গণনায়

১৩.কোনো পূর্ণসংখ্যার পর অর্ধ যুক্ত থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কী বলা হয়?
ক) দেড় খ) আড়াই
গ) সাড়ে ঘ) সাপাদ

১৪.'সওয়া' এবং 'সোয়া' একই কথা - উক্তিটি -
ক) সত্য খ) সত্য নয়
গ) কখনো কখনো সত্য ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য

৩য় অধ্যায় - ২য় পরিচ্ছেদ: দ্বিরুক্ত শব্দ

১.সামান্যতা বুঝাতে বিশেষন শব্দযুগলের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?
ক) কালো কালো চেহারা খ) কবি কবি ভাব
গ) রাশি রাশি ধন ঘ) গরম গরম জিলাপী

২.ধুকধুক কোন অর্থে দ্বির‍ুক্তি?
ক) সমার্থক দ্বিরুক্তি খ) পৌনঃপুনিকতা অর্থে
গ) অনুভূতি প্রকাশে ঘ) অনরূপ কিছু বুঝাতে

৩.দ্বিরুক্ত শব্দগুলো কোন ধরনের অর্থ প্রকাশ করে?
ক) কালনিরপেক্ষ খ) বিপরীতার্থক
গ) বিশেষ বা সম্প্রসারিত ঘ) নিরর্থক

৪.কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ?
ক) খেলাধুলা খ) রাশিরাশি
গ) নরম গরম ঘ) হাপুস হুপুস

৫.নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ?
ক) ঝনঝন খ) চুপচাপ
গ) ধীরে ধীওে ঘ) হাতে-নাতে

৬.কোনটি বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি?
ক) হেসে হেসে খ) কাকে কাকে
গ) ভাইয়ে ভাইয়ে ঘ) ভালয় ভালয়

৭.কাল্পনিক অনুকৃতি বিশিষ্ট রূপকে কী বলে?
ক) পদাত্মক শব্দ খ) শব্দাত্মক পদ
গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ) কল্পনাত্মক শব্দ

৮.আধিক্য অর্থে দ্বিরুক্তির ব্যবহার হয়নি কোনটিতে?
ক) ছোট ছোট খ) বার বার
গ) ভালো ভালো ঘ) সবগুলো

৯.ধ্বনির ব্যঞ্জনা বুঝাতে কোন দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি
খ) পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
গ) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ঘ) গা ছমছম করছে

১০.'লাল লাল ফুল'- বাক্যে কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ক) বহুবচন খ) একবচন
গ) শূন্য ঘ) ঈষৎ

১১.পৌনঃপুনিকতা বুঝাতে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার কোনটি?
ক) ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল খ) ঝির ঝির বাতাস বইছে
গ) ধীরে ধীরে যাও ঘ) ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি

১২.কোনটি অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি?
ক) হেসে হেসে খ) যায় যায়
গ) কার কার ঘ) ঢং ঢং

১৩.'আমার জ্বর জ্বর লাগছে' - এ বাক্যে 'জ্বর জ্বর' কোন শব্দের উদাহরণ?
ক) তদ্ভব শব্দ খ) তৎসম শব্দ
গ) দেশি শব্দ ঘ) দ্বিরুক্ত শব্দ

১৪.সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটিতে?
ক) ভাল-মন্দ খ) তোড়-জোড়
গ) ধন-দৌলত ঘ) আমির-ফকির

১৫.'সমার্থক' শব্দযোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে কোনটিতে?
ক) ভালোমন্দ খ) তোড়জোড়
গ) ধন-দৌলত ঘ) আমির-ফকির

১৬.ভিন্নার্থক পদযোগে কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি গঠিত হয়েছে?
ক) আশাযাওয়া খ) মারামারি
গ) চালচলন ঘ) পথঘাট

১৭.নুসরাত গরম গরম হালিম পছন্দ করে - এখানে 'গরম গরম' কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ক) আধিক্য খ) কল্পনা
গ) সামান্য ঘ) তীব্রতা

১৮.কোনটি যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি?
ক) গরম গরম খ) ঝমঝম
গ) মিটির মিটির ঘ) টুপটাপ

১৯.দ্বিরুক্তি নির্ণয়ে কোনটি সঠিক?
ক) বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তুলেছে - ভাবের গভীরতা
খ) নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায় - বিশেষ্য
গ) চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা - ক্রিয়া
ঘ) থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে - কালের বিস্তার

২০.'আধিক্য' অর্থে দ্বিরুক্তি হয়েছে কোনটায়?
ক) জ্বর জ্বও খ) শীত শীত
গ) ধামা ধামা ঘ) টক টক

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

৩য় অধ্যায় - ৪র্থ পরিচ্ছেদঃ বচন

১.অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ কোনগুলো?
ক) দাম, নিকর, রাশি খ) কুল, সকল, সব
গ) গণ, বৃন্দ, বর্গ ঘ) গুলি, গুলা, গুলো

২.'রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মান না' - এটি কোন নিয়মে বহুবচন হয়েছে?
ক) বিভক্তিযোগে খ) বিশেষ নিয়মে
গ) দ্বিত্ব প্রয়োগে ঘ) প্রত্যয়যোগে

৩. কেবল জন্তুর বহুবচনে কোন শব্দটি বসে?
ক) বর্গ খ) দাম
গ) পুঞ্জ ঘ) যূথ

৪.যে শব্দ দ্বারা কোন প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয় তাকে --- বলে।
ক) একবচন খ) বহুবচন
গ) প্রাণিবাচক বহুবচন ঘ) বাংলায় বহুবচন

৫.কোনটি একবচনের উদাহরণ?
ক) মানুষ মরণশীল খ) শিক্ষক ছাত্র পড়াচ্ছেন
গ) লোকে বলে ঘ) বনে বাঘ থাকে

৬.'কমল' শব্দটির শেষে কোন বহুবচনবোধক শব্দটি বসবে?
ক) নিচয় খ) আবলি
গ) নিকর ঘ) রাজি

৭.কেবল অপ্রাণিবাচক বহুবচনের প্রত্যয় কোনটি?
ক) কুল খ) মালা
গ) সমাজ ঘ) মন্ডলী

৮.সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশির ভাগই কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক) হিন্দি খ) প্রাকৃত
গ) সংস্কৃত ঘ) খাঁটি বাংলা

৯.'রচনা' শব্দটির বহুবচন কোনটি?
ক) রচনাবৃন্দ খ) রচনারাজি
গ) রচনাবলি ঘ) রচনাসকল

১০.অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ কোনগুলো?
ক) পাল, যূথ খ) সকল, সমূহ
গ) গন, বৃন্দ ঘ) রাশি, রাজি

১১.ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে কোন শব্দ যুক্ত হয়?
ক) রাশি খ) বর্গ
গ) গুচ্ছ ঘ) গুলো

১২.'হস্তি' - এর সাথে কোন বহুবচন প্রত্যয় যুক্ত হবে?
ক) নিকর খ) আবলি
গ) রা ঘ) যূথ

১৩.বিশেষ নিয়মে সাধিত 'বহুবচন' নিচের কোন বাক্যটিকে নির্দেশ করে?
ক) পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়
খ) ঘরে বহু মেহমান এসেছে
গ) সকলে সব জানে না
ঘ) মানুষেরা মরণশীল

১৪.বচন অর্থ কী?
ক) সংখ্যার ধারণা খ) গণনার ধারণা
গ) ক্রমের ধারণা ঘ) পরিমাণের ধারণা

১৫.কোনটি একবচন বুঝায়?
ক) লোকে বলে খ) মাঠে মাঠে ধান
গ) শুনবে যদি গল্পটি ঘ) বনে বাঘ আছে

১৬.প্রাণিবাচক বহুবচন কোনটি?
ক) মেঘমালা খ) গল্পগুচ্ছ
গ) রচনাবলী ঘ) শিক্ষকবৃন্দ

১৭.'সাহেব' শব্দের বহুবচন কোনটি?
ক) সাহেবা খ) সাহেবকুল
গ) সাহেবগণ ঘ) সাহেবান

১৮.বিশেষ নিয়মে বহুবচন সাধিত হয়েছে কোনটিতে?
ক) রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না খ) লাল লাল ফুল
গ) বড় বড় মাঠ ঘ) অজস্র লোক

১৯.নিচের কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন?
ক) এটাই করিমদের বাড়ি খ) সিংহ বনে থাকে
গ) বড় বড় মাঠ ঘ) পাখি সব করে রব

২০.অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে কী সাধিত হয়?
ক) বহুবচন খ) একবচন
গ) সন্ধি ঘ) লিঙ্গ

২১.'পর্বত' শব্দের বহুবচন -
ক) পর্বতগুচ্ছ খ) পর্বতমালা
গ) পর্বতপুঞ্জ ঘ) পর্বতসমূহ

২২.নিচের কোনটি বিদেশি মূল ভাষার অনুসরণে বহুবচন করা হয়েছে?
ক) আলেমদল খ) শিক্ষকবৃন্দ

গ) কুসুমনিচয় ঘ) সাহেবান

২৩.কোন বাক্যে বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন হয়েছে?
ক) অজস্র লোক খ) লাল লাল ফুল
গ) দেখে দেখে যেও ঘ) বাগানে ফুল ফুটেছে

২৪.'ঊর্মি' শব্দের সঙ্গে কোনটি যুক্ত করলে এর বহুবচন সাধিত হয়?
ক) গুলো খ) রাজি
গ) মালা ঘ) রাশি

২৫.কোনটি সঠিক বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ?
ক) মনুষ্যযূথ খ) পক্ষীবৃন্দ
গ) জলরাজি ঘ) মাতৃকুল

২৬.প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়
ক) সকল খ) আবলি
গ) গুচ্ছ ঘ) বৃন্দ

২৭.কোন বহুবচনবোধক শব্দগুলি প্রাণী বা অপ্রাণিবাচকের বেলায় ব্যবহৃত হয়?
ক) মন্ডলী, বর্গ খ) গণ, বৃন্দ
গ) নিচয়, মালা ঘ) কুল, সব

২৮.কোনটি ভুল বাক্য?
ক) সব মানুষই মরণশীল খ) মানুষ মরণশীল
গ) মানুষেরা মরণশীল ঘ) সকল মানুষেরাই মরণশীল

২৯.কোনটি বিশেষ্য পদের একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) বাগানে ফুল ফুটেছে খ) মানুষ মরণশীল
গ) আকাশে চাঁদ উঠেছে ঘ) বনে বাঘ আছে

৩০.অ-প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচন বাচক শব্দ কোনগুলো?
ক) মালা, রাজি, রাশি খ) গণ, বৃন্দ, বর্গ
গ) কূল, সকল, সব ঘ) গুলি, গুলা, গুলো

৩১.কোন বহুবচনবোধক শব্দগুলো কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়?
ক) কুল, সমূহ, বৃন্দ খ) আবলি, পুঞ্জ, রাশি
গ) বর্গ, বৃন্দ, মালা ঘ) রাজি, নিচয়, কুল

৩২.প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে কোনটি বসবে?
ক) বর্গ খ) কুল
গ) পাল ঘ) মালা

৩৩.নিচের কোন শব্দে বহুবচনের ঠিক প্রয়োগ হয় নি?
ক) তারকারাশি খ) মেঘপুঞ্জ
গ) কমলনিকর ঘ) কুসুমদাম

৩৪.উন্নত প্রাণিবাচক 'মনুষ্য' শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কোনগুলো?
ক) বৃন্দ, মন্ডলী খ) কুল, সকল
গ) মালা, রাজি ঘ) গুলা, রা

৩৫.নিম্নের কোনটি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন সাধিত হয়েছে?
ক) হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ খ) বাগানে ফুল ফুটেছে
গ) অঢেল টাকা পয়সা ঘ) অজস্র লোক

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

৩য় অধ্যায় - ৫ম পরিচ্ছেদঃ পদাশ্রিত নির্দেশক

১.কোন পদাশ্রিত নির্দেশকটি নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয়ই বোঝায়?
ক) কেতা খ) টো
গ) গাছি ঘ) গুলিন

২.'খানি' পদাশ্রিত নির্দেশকটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) নির্দিষ্ট অর্থে খ) অনির্দিষ্ট অর্থে
গ) নিরর্থক ঘ) নির্দেশক অর্থে

৩.'টো' পদাশ্রিত নির্দেশকটি কেবল কোন সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়?
ক) পাঁচ খ) তিন
গ) দুই ঘ) চার

৪.'সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি' - এ বাক্যে 'সারা' শব্দের সাথে 'টি' যুক্ত হয়ে কোনটি প্রকাশ করেছে?
ক) অর্থপূর্ণভাবে খ) দ্ব্যর্থহীনভাবে
গ) সার্থকভাবে ঘ) নিরর্থকভাবে

৫.পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিন্নতা হয় কিসের ভেদে?
ক) ক্রিয়া খ) বাক্য
গ) বচন ঘ) অর্থ

৬.'এক যে ছিল রাজা' - এখানে পদাশ্রিত নির্দেশক কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) অনির্দিষ্টতা খ) নির্দিষ্টতা
গ) নিরর্থকভাবে ঘ) বাহুল্য অর্থে

৭.'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি' - এ বাক্যে 'খানি' পদাশ্রিত নির্দেশকটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) নির্দিষ্ট অর্থে খ) অনির্দিষ্ট অর্থে
গ) নিরর্থক ঘ) বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টার্থে

৮.বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দ কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ন্যাকামিটা এখন রাখো খ) দশ তা কাগজ দাও
গ) এক যে ছিল রাজা ঘ) দশটি বছর

৯."পোয়াটাক দুধ দাও" - এ বাক্যে ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশক দ্বারা কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক) নির্দিষ্টতা খ) অনির্দিষ্টতা
গ) সুনির্দিষ্টতা ঘ) অতিনির্দিষ্টতা

১০.পদাশ্রিত নির্দেশক সর্বনামের পর টা, টি যুক্ত হলে তা কী হয়?
ক) সুনির্দিষ্ট হয় খ) অনির্দিষ্ট হয়
গ) নিরর্থক হয়
ঘ) সুনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট দুই-ই হতে পারে

১১.দুধটুকু খেয়ে নাও। এখানে 'টুকু' ব্যাকরণের কোন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) বচন খ) প্রত্যয়
গ) পদাশ্রিত নির্দেশক ঘ) সন্ধি

১২.পদাশ্রিত নির্দেশক সাধারণত পদের কোথায় বসে?
ক) শেষে খ) প্রথমে
গ) মাঝে ঘ) আদি ও অন্তে

১৩.নির্দিষ্টতা বোঝাতে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে কোনটি যুক্ত হয়?
ক) এক খ) গোটা
গ) টা ঘ) টি

১৪.পদাশ্রিত নির্দেশক এর অপর নাম -
ক) অনন্বয়ী অব্যয় খ) পদাশ্রিত অব্যয়
গ) পদান্বয়ী অব্যয় ঘ) সমুচ্চয়ী অব্যয়

১৫."ওটি যেন কার তৈরি?" এ বাক্যে কী অর্থে পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার হয়েছে?
ক) নির্দিষ্টতা খ) অনির্দিষ্টতা
গ) বিশিষ্টতা ঘ) সুনির্দিষ্টতা

১৬.'এক' ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে কী বোঝায়?
ক) নির্দিষ্টতা খ) অনির্দিষ্টতা
গ) সুনির্দিষ্টতা ঘ) সংখ্যা

১৭.পদের পূর্বে এক, এক যে, গোটা ইত্যাদি বসে কোন অর্থ প্রকাশ করে?
ক) সংকীর্ণতা খ) সীমাবদ্ধতা
গ) অনির্দিষ্টতা ঘ) অবরুদ্ধতা

১৮.'ছেলেটা অঙ্কে কাঁচা' - এ বাক্যে 'টা' ---- প্রকাশক।
ক) সমার্থকতা খ) নিরর্থকতা
গ) নির্দিষ্টতা ঘ) অনির্দিষ্টতা

১৯.বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দ কোনগুলো?
ক) কেতা, পাটি খ) গোটা, টা
গ) খানা, টুকু ঘ) গুলো, গুলি

২০.অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করছে কোন বাক্যটিতে?
ক) গোটা দুই কমলা আছে খ) দু'খানা কম্বল দরকার
গ) সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেল ঘ) সেইটিই ছিল আমার প্রিয় কলম

২১.'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওটি লজ্জাবতী লতা' - এই বাক্যে কোন শব্দটি পদাশ্রিত নির্দেশক?

ক) ছুয়োনা খ) ওটি

গ) লজ্জাবতী ঘ) লতা

২২.নিরর্থকভাবে পদাশ্রিত নির্দেশক টা, টি - এর ব্যবহার কোনটি?

ক) তিনটি টাকা দাও খ) এটা নয় ওটা আন

গ) এটাই ছিল প্রিয় বই ঘ) সারাটি বিকাল বসে আছি

২৩.পদাশ্রিত নির্দেশক কীসের নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে?

ক) বচনের খ) ব্যক্তি বা বস্তুর

গ) সংখ্যার ঘ) পদের

২৪.'একখানা বই কিনে নিও' - এখানে 'একখানা' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক) নির্দিষ্ট খ) সুনির্দিষ্ট

গ) অনির্দিষ্ট ঘ) অস্পষ্ট

২৫.নিরর্থকভাবে পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার -

ক) জামাটি লাল খ) গানটি শুনেছি

গ) বিকালটা সুন্দর ঘ) পড়াটা ভালো লাগে না

২৬.যে প্রত্যয় নির্দিষ্টতা বোঝায় তার নাম কী?

ক) সংখ্যা খ) পদাশ্রিত নির্দেশক

গ) লিঙ্গ ঘ) উপসর্গ

বিরচন

১.সারমর্ম/ সারাংশ:
ক) সারমর্ম: রচনা সম্ভার থেকে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ পর্যন্ত
খ) সারাংশ: রচনা সম্ভার থেকে ১৬,১৭,১৮,১৯,২০,২১,২২,২৩ পর্যন্ত
২.ভাব-সম্প্রসারণ:
রচনা সম্ভার থেকে ১,২,৩,৪,৫(পদ্যাংশ),১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮(গদ্যাংশ)
৩.অনুচ্ছেদ:
পরিবেশ দূষণ, বাংলা নববর্ষ, খাদ্যে ভেজাল, শিশু শ্রম, জাতীয় পতাকা, ইন্টারনেট , করনা ভাইরাস
৪. পত্র লিখন: ব্যক্তিগত পত্র ও দরখাস্ত/আবেদন পত্র
ক) ব্যক্তিগত পত্র
রচনা সম্ভার থেকে ১,২,৩,৪,৫,৬
খ) দরখাস্ত/আবেদন পত্র:
রচনা সম্ভার থেকে ১,২,৩,৪
গ) সংবাদপত্রের প্রকাশ উপযোগী পত্র
রচনা সম্ভার থেকে ১,২,৩,৪,৫
৬. প্রতিবেদন: মুক্ত প্রতিবেদন ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন
সংবাদ প্রতিবেদন: মাদকাসক্তি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি,যানজট,সড়ক দূর্ঘটনা,বৃক্ষরোপণ,
প্রশাসনিক প্রতিবেদন: বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, লাইব্রেরির তথ্য
৭. প্রবন্ধ রচনা:
১. মাদকাসক্তি ও এর প্রতিকার
২. সময়ের মূল্য
৩. অধ্যবসায়
৪. স্বদেশপ্রেম
৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৬. রোহিঙ্গা সমস্যা সমস্যা ও প্রতিকার
৭. অ-দৃষ্ট (Unseen): সমসাময়িক বিষয় (শিক্ষার্থীরা নির্ধারণ করবে)
৮. সমসাসয়িক সমস্যা করনা ভাইরাস সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা

Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ২য় পত্র

অধ্যবসায়

ভূমিকা : কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- ' কেন পান্থ ক্ষান্ত হও, হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
এ পৃথিবীতে কোনো কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষেত্রে সফলতা ও বিফলতা উভয় ঘটনাই ঘটে থাকে। আর বিফলতাকে অতিক্রম করতে প্রয়োজন সাধনার। এ সাধনার পথে থাকতে পারে পাহাড়সম বাধা। এসব বাধাকে জয় করবার লক্ষ্যে ধৈর্য, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বারংবার প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম করাই হলো অধ্যবসায়। অধ্যবসায়ই সফলতার চাবিকাঠি, যা ব্যতীত মানবজীবনে উন্নতির আশা কল্পনামাত্র। সময়ের সঙ্গে জীবন, জীবনের সঙ্গে কর্ম ও অধ্যবসায় একই বিনিসুতার মালায় গাঁথা। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

অধ্যবসায় কী : উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবল উদ্যম, অবিরাম সাধনা আর ক্রমাগত চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। দৃঢ় প্রত্যয়, অক্লান্ত পরিশ্রম, একটানা যত্নশীল উদ্যোগের উপস্থিতি দেখলেই তাকে অধ্যবসায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো কাজেই সফলতা ও ব্যর্থতা এ দু'টিই আসতে পারে। জীবনে সব কাজেই মানুষ প্রথমবারেই সফল হবে এমন নয়। কোনো কোনো কাজে প্রথমবার, এমনকী দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও সফলতা নাও আসতে পারে। কিন্তু তাই বলে ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে, হতাশ হয়ে, থেমে থাকলে চলবে না। বরং ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সফলতা না আসা পর্য চেষ্টা করে যেতে হবে। এরই নাম অধ্যবসায়। এ প্রসঙ্গে কবি যথার্থই বলেছেন-'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
একবার না পারিলে দেখ শতবার।'
কোনো কাজে সলতা অর্জন করতে হলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবাসয় হচ্ছে কতিপয় গুণের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যেগে, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবাসয় পরিপূর্নতা লাভ করে। মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তব রূপদানের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের মধ্য দিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যে অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য : ক্রমাগত প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম, আন্তরিকতা প্রভৃতি গুণ একত্র হয়ে অধ্যবসায়ের পরিপূর্ণ রূপ সৃষ্টি করে। সুদৃঢ় সংকল্প সহযোগে কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অন্য গুণ যখন সক্রিয় থাকে, তখনই অধ্যবসায়ের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য অধ্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য কর্মপ্রবাহে সঞ্চার করতে হয়। এতে সহজতর হয় জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের পথ। হৃদয়ের প্রবল শক্তি ও অপার সাহস দিয়ে জয় করতে হয় জীবন-সংসারের সমগ্র বাধা। কবির ভাষায়–
কেন পারিবে না তাহা ভাবো একবার
পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা
পারো কি না পারো করো যতন আবার

অধ্যবসায়ের গুরুত্ব : জন লিলির মতে, 'জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবনকে অস্বীকার করা।' মানবসভ্যতার মূলে রয়েছে অধ্যবসায়ের এক বিরাট মহিমা। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ বড় হয়, অসাধ্য সাধন করতে পারে। সকল ধর্মগ্রন্থে অধ্যবসায়কে একটি চারিত্রিক গুণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশ্বাস, মেধা, সুযোগ কোনো কিছুই চূড়ান্ত সার্থকতা এনে দিতে পারে না, যদি না তাদের যথার্থ প্রয়োগে অধ্যবসায়েকেই মুখ্য করে তোলা হয়। সংসারে প্রতিটি মানুষকে তার জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। একমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তির পক্ষেই এসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভবপর। নিজেকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং দেশ, জাতি ও বৃহত্তর মানবসমাজের জন্যে তাকে কিছু না কিছু অবদান রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে অধ্যবাসায়ের কোনো বিকল্প নেই। যে অধ্যবসায়ী নয় মনের দিক থেকে সে পঙ্গু। ফলে সমাজে তার দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সম্ভব নয়। বস্তুত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অধ্যবসাযের প্রয়োজীনয়তা অপরিসীম। নৈরাশ্য বা ব্যর্থতাকে জয় করার প্রধান উপায় হচ্ছে অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা: পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে- 'যে চেষ্টা করে সেই পায়'। হাদিসের এই বাণী থেকেই একথা সুস্পষ্ট যে, মানবজীবনে অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। পৃথিবীতে যা কিছু মহান, যা কিছু কল্যাণকর তা সবই অধ্যবসায়ের গুণে অর্জিত হয়েছে। অধ্যবসায় মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম সোপান। আদিম সভ্যতার বন্য মানুষ বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে মূলত অধ্যবসায়ের গুণেই। অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ যুগে যুগে জয় করেছে মহাসাগরের অতলগর্ভ, সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, এমনকী মহাকাশও। জীবনে চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে পারে সেই সফল। তাই অধ্যবাসায়ী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কবি বলেছেন-
' ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। বাঁধো বাঁধো বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক আসুক।'

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: ছাত্রজীবন ব্যক্তির মানস গঠনের শ্রেষ্ঠ সময়। পরবর্তী জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার উপযুক্ত সময় এই ছাত্রজীবন। তাই ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুণ আয়ত্ত করা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। অধ্যবসায় ব্যতীত ছাত্রজীবনে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। অলস ও শ্রমবিমুখ ছাত্র-ছাত্রী যতই মেধাবী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে বিদ্যার্জনে সফলতা লাভ করতে পারে না। অন্যদিকে একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র বা ছাত্রী স্বল্প

মেধাসম্পন্ন হলেও ভালো ছাত্র হিসেবে নিজের কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়। তাই একবার অকৃতকার্য হলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া বোকামি বরং অধ্যবসায়ের দ্বারা লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন,

'কোনো কাজ ধরে যে উত্তম সেই জন
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন।'

ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিজীবনে সাফল্য কামনা করে। কিন্তু জীবনে সহজেই সাফল্য আসে না। সাফল্য অর্জনের পথে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো মানুষের জীবনই নিরবিচ্ছিন্ন সুখের নয়। জীবনে কষ্ট আছে, হতাশা আছে, ব্যর্থতা আছে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে- 'Failure is the pillar of success' ব্যর্থ না হলে সফলতার মর্ম বোঝা যায় না। তাই দুঃখ-বেদনা-হতাশা-ব্যর্থতাকে ঝেড়ে ফেলে যে ব্যক্তি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় সে-ই সফল হতে পারে। কেবলমাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিরাই নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতার স্বর্ণচূড়া স্পর্শ করতে পারে। তাই ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ী হওয়া প্রত্যেক মানুষের জন্যই একান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সর্বাধিক। সব মানুষের শক্তি সমান নয়; কিন্তু সবাই উন্নত জীবনের প্রত্যাশী। এ ক্ষেত্রে যদি অধ্যবসায়ের যথার্থ প্রয়োগ করা যায়, তার শক্তির স্বল্পতা সাফল্যের পথে কোনো বাধা হয়ে থাকে না। জীবনে অতি সহজে কোনো কিছু পাওয়ার সুযোগ নেই। কেউ কারো জন্য সুখের উপকরণ প্রস্তুত করে রাখে না; বরং মানুষকে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজস্ব যোগ্যতা অনুসারে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : জগতে যত বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সেনানায়ক, ধর্মপ্রবর্তক রয়েছেন তাঁদের সবাই ছিলেন অধ্যবসায়ী। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে তার দৃষ্টান্ত। ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তিরাই মানবজন্মকে করে তোলেন সার্থক শ্রীময়। সবলের রক্তচক্ষু শাসনেও তাঁরা অকুতোভয় ও নির্ভীক। ত্যাগে ও ধৈর্যে তাঁরা মানুষের কাছে তুলে দিয়েছেন মুক্তির সনদ। হজরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে যে ত্যাগ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণীয়। রবার্ট ব্রুশ সামান্য মাকড়সার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে শত্রুর হাত থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জর্জ বার্নার্ড শ প্রথম জীবনের হতাশাকে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জয় করে বিশ্বখ্যাত লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। মনীষী কার্লাইল অনেক বছরের শ্রমে ফরাসি বিপ্লবের এক অসামান্য ইতিহাস লিখেছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জনসনের বিখ্যাত অভিধান ' এ ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ' যাকে ইংরেজ জাতি গ্রহণ করে এক মহৎ কীর্তিরূপে, ফরাসিরা যা সম্পন্ন করেছে অ্যাকাডেমির সাহায্যে ইংরেজ তা করেছে এক ব্যক্তির শ্রমে মেধায়। মহাকবি ফেরদৌসী দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে রচনা করেছিলেন তাঁর মহাকাব্য 'শাহনামা'। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ ২০ বছরের একক প্রচেষ্টায় রচনা করেন ৫০ হাজারের বেশি মাত্রাসংবলিত বাংলা ভাষার বিশাল অভিধান। মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন নিজেই স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের মূলে আছে বহু বছরের একনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রম। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই নিজের প্রচেষ্টা ও সাধনায় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সংগ্রহ করেছিলেন দুই হাজার প্রাচীন পুঁথি, যার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় চার শ বছরের ইতিহাসের অজানা অধ্যায় উদ্ঘাটিত হয়। তাই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন, 'Impossible is a word which is found only in the dictionary of fools'

জাতীয় জীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব: পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় ছাড়া গড়ে উঠেনি। প্রাচীনকালে শ্বাপদসংকুল অরণ্য পরিবেশে মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। ঝড়, ভূমিকম্প, দাবানল, হিমবাহ, মহামারি, মড়ক এবং আরো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারবার মানব প্রজন্মের অস্তিত্ব বিনাশ করতে চেয়েছে। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের গুণে আদিম জনসমাজ এসব বাধা জয় করে ক্রমেই সভ্যতার জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছে। প্রবাদ আছে- 'রোম নগরী এক দিনে তৈরি হয়নি।' প্রতিটি জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এসব জাতির গোড়াপত্তন এবং অগ্রগতির পেছনে আছে শত সহস্র বছরের অসংখ্য মানুষের যুগ-যুগান্তরের সাধনা। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশ বা জাতির উন্নতির জন্য ঐ জনগোষ্ঠীর সকল নাগরিকেরই অধ্যবসায়ী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেক নাগরিক যখন ব্যক্তিজীবনে অধ্যবসায়ী হয়ে উঠবে তখন ঐ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সেসব দেশের প্রায় সকল নাগরিকই অধ্যবসায়ী। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, মালয়েশিয়ার মতো প্রথম সারির দেশগুলোর উন্নতির মূলমন্ত্র অধ্যবসায়। কেবলমাত্র অধ্যবসায়ের গুণেই এসব দেশ উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে।

অধ্যবসায়ীর জীবনাদর্শ: জীবনসংগ্রামে সাফল্য লাভের মূলমন্ত্র হচ্ছে অধ্যবসায়। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর নেপোলিয়ান তাঁর জীবনকর্মের মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন অধ্যবসায়ের অপূর্ব নিদর্শন। কোনো কাজকে তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন না। তাই তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ফরাসি জাতির ভাগ্যবিধাতা হতে পেরেছিলেন। শুধু অধ্যবসায়ের বলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ মনীষীগণ বিশ্বখ্যাত হয়েছেন।

প্রতিভা ও অধ্যবসায়: কিছু মানুষ মনে করে যে, প্রতিভার বলে অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত যারাই কীর্তিমান বলে পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁরা নিজেদের প্রতিভার চেয়ে অধ্যবসায়ের প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন। বিজ্ঞানী নিউটন এ প্রসঙ্গে বলেন-'আমার আবিষ্কারের কারণ প্রতিভা নয়, বহু বছরের চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রমের ফলে দুরুহ তত্ত্বগুলোর রহস্য আমি ধরতে পেরেছি।' অন্যদিকে ডালটন বলেন- 'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।' সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এই প্রতিভা মানব মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে অধ্যবসায় অনিবার্য। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়েও শুধুমাত্র অধ্যবসায়ের অভাবে ব্যর্থতাকেই বরণ করে নিতে হয়েছে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার যথার্থই বলেছেন- 'প্রতিভা বলে কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও, তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' বিজ্ঞানী ডাল্টনও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছেন –'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে, কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া কিছুই জানি না।' প্রতিভার সঙ্গে অধ্যবসায় যুক্ত হলেই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। অধ্যবসায় না থাকলে প্রতিভা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

অধ্যবাসায় ও উন্নত বিশ্ব: উন্নত বিশ্ব কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর কর্মের সঙ্গে অধ্যবসায়ের রয়েছে ওতপ্রোত সম্পর্ক। উন্নত বিশ্ব আজ অধ্যবসায়ের বলে সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, কোরিয়া, কানাডা, কেবল অধ্যবসায়ের গুণেই উন্নতির

শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। আমরা বাঙালি জাতি। দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, আমাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের মহৎ গুণটি অনুপস্থিত। আমাদের মধ্যে নেই কোনো প্রচেষ্টা, নেই কোন উদ্যম, কোনো আগ্রহ। বরং আছে আস্ফালন , হুঙ্কার, গরিমা ও নিজেকে প্রকাশ করার মিথ্যে বাহাদুরি। কেবল অধ্যবসায়ের অভাবে আজ আমরা এত পিছিয়ে আছি। তার পরেও এ কথা গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চরম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে বাঙালি জাতি তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল।

অধ্যবসায়হীনের অবস্থা: প্রবাদ আছে- 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। অধ্যবসায়হীন, শ্রমবিমুখ ব্যক্তিরা কেবলমাত্র দেশ ও জাতির অন্ন ধ্বংস করতে পারে। অধ্যবসায়হীন ব্যক্তি কেবল নিজের জন্যই নয়, সমগ্র জাতির জন্য ক্ষতির কারণ। অধ্যবসায় না থাকলে ছাত্রজীবন, ব্যক্তিজীবন, জাতীয় জীবন, কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা যায় না। ফলে কোনো কাজেই সফলতা অর্জন করতে না পেরে অধ্যবসায়হীন ব্যক্তির জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সর্বোপরি সে সমাজের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

অধ্যবসায়হীনতার কুফল : অধ্যবসায়হীনতার সমার্থক শব্দ হলো 'আলস্য'। আলস্য মানবজীবনে ডেকে আনে বিপর্যয় ও ধ্বংস। অধ্যবসায়হীনতার কারণে আমাদের চারপাশের অনেক সম্ভাবনাময় জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কথা স্মরণীয় যে 'সুন্দর দিন সকলের জন্য অপেক্ষা করে; কেউ চেষ্টা করে ডেকে আনে, কেউ আনে না'–এই আনা-না আনার সঙ্গেই অধ্যবসায়ের সম্পর্ক।

উপসংহার: মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেবল কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে মানুষকে এই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হয়। আর এ জন্যে সর্বাগ্রে যে গুণটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন তা হলো অধ্যবসায়। প্রত্যেক মানুষের মনে রাখা উচিত "আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা অধ্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী।" তাই সফলতার পথে এগিয়ে যেতে আমাদের সবাইকে হতে হবে অদম্য অধ্যবসায়ী। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'-অধ্যবসায় সম্পর্কিত একটি পরম সত্য প্রবাদ। যে ব্যক্তি অধ্যবাসায়ী নয়, সে জীবনে কোনো সাধারন কাজেও সফলতা লাভ করতে পারে না। জীবনের সফলতা এবং বিফলতা অধ্যবসায়ের ওপরেই নির্ভর করে, তাই আমাদের সকলের উচিত অধ্যবসায়ের মতো মহৎ গুণটিকে আয়ত্ত করা, পরশপাথরের মতো এই পাথরটিকে ছুঁয়ে দেখা এবং সোনার কাঠির মতো অর্জন করা। মনে রাখতে হবে-'অধ্যবসায়ই জীবন, জীবনই অধ্যবসায়।'

স্বদেশপ্রেম

ভূমিকা: নিজ দেশ ও জন্মভূমির প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখি এমনকী তার প্রতিটি ধূলিকণাও আমাদের নিকট অতি প্রিয় ও পবিত্র। শিশুকাল থেকেই মানুষ স্বদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠে। মায়ের বুক যেমন সন্তানের নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়, স্বদেশের কোলে মানুষ তেমনি নিরাপদ ও নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করে। স্বদেশকে ভালোবাসার মাঝেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা নিহিত। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।"

স্বদেশপ্রেম কী: স্বদেশপ্রেম মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে সেটিই তার জন্মভূমি। জন্মভূমির প্রতি, স্বজাতির প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধই স্বদেশপ্রেম। দেশপ্রেমীর নিজ দেশের প্রতি রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা, সীমাহীন আনুগত্য। স্বদেশের পশুপাখি, তরুলতা থেকে শুরু করে তার প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত তার পরম কামনার ধন।সে তখন আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে–

"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি।"

বিশ্বের উন্নত জাতিগুলো স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ করেই উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে। স্বদেশপ্রেম না থাকলে দেশ ও জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুখী দেশ গড়তে হলে তাই নাগরিকদের অবশ্যই স্বদেশপ্রেমী হতে হবে। তখনই মানুষ উপলব্ধি করবে– "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

স্বদেশপ্রেমের উৎস: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসে। সকল জীবের মধ্যেই এ গুণ বিদ্যমান। বন্যপশুকে বনভূমি ছেড়ে লোকালয়ে আনলে, পাখিকে নীড়চ্যুত করলে তারা আর্তনাদ শুরু করে। এটি করে নিজ আবাসস্থানের প্রতি ভালোবাসার টানে। নিজ আবাসের প্রতি ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। স্বদেশের মাটি, পানি, আলো, বাতাস যেন আমাদের জীবনেরই অঙ্গ। এগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অঙ্গহানির শামিল। এগুলোর প্রতি মমত্ববোধ থেকেই সৃষ্টি হয় স্বদেশপ্রেম। দেশের মাটির প্রতি মমত্ববোধের সাথে মিশে থাকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও গৌরববোধের আকাঙ্ক্ষা।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : মানুষ সমগ্র বিশ্বের বাসিন্দা হলেও একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে সে বেড়ে উঠে।একটি বিশেষ দেশের অধিবাসী হিসেবে সে পরিচয় লাভ করে। এ দেশই তার জন্মভূমি, তার স্বদেশ। মানুষ স্বদেশে জন্মগ্রহণ করে ও স্বদেশের ভালোবাসায় লালিত-পালিত হয়। নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সকল উপাদান সে স্বদেশ থেকে পায়। ফলে স্বদেশের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়। এ জন্য মানুষ স্বদেশের গৌরবে গৌরবান্বিত হয় এবং স্বদেশের অপমানে অপমাণিত হয়। স্বদেশের স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। কবি ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত তাই লিখেছেন-

"মিছা মনিমুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম

তার চেয়ে রত্ন নাই আর।"

স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ: প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অত্মসম্মানবোধ থেকেই। যে জাতির অত্মসম্মানবোধ যত প্রখর, সে জাতির স্বদেশপ্রেম তত প্রবল। স্বদেশপ্রেম মানব হৃদয়ে লালিত হয়। আর স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পায় জাতীয় জীবনের দুঃসময়ে মানুষের কর্মের মাধ্যমে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায়, স্বদেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জেগে ওঠে। যাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, দেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন তাদের নাম ও কীর্তি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের সে প্রেম ও আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে চিরকাল। স্বদেশের তরে জীবন উৎসর্গকারীরা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়-

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

দেশপ্রেমের ভিন্নতর বহিঃপ্রকাশ: কেবল দেশকে ভালোবাসার মধ্যে দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ নয়। দেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়া যেমন শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখাও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি ২৬ মার্চ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা গাইতে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন মানুষের একত্রিত হওয়া দেশপ্রেমরই বহিঃপ্রকাশ। দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখে বিশ্ব সভ্যতায় গৌরব বাড়ানো যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, সাকিব আল হাসান প্রমুখের গৌরবময় অবদানের জন্যবিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। দেশপ্রেমের উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ আমরা নবী করীম (স.) এর মধ্যে দেখতে পাই, দেশকে ভালোবেসে তিনি বলেছিলেন- "হে মাতৃভূমি তোমার লোকেরা যদি আমার বিররুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করত তবে আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

স্বদেশপ্রেমের উপলব্ধি: স্বদেশের বুকে বাস করে অনেক সময় স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করা যায়না। কিন্তু বিদেশে যে বাস করে/অবস্থান করে কেবল সেই স্বদেশের প্রতি গভীর টান অনুভব করতে পারে। দেশের পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলে তখনই বোঝা যায় স্বদেশের অকৃত্রিম মমত্ব। অনেকেই হয়তো সাময়িক মোহাবিষ্ট হয়ে বিদেশের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজ দেশকে ত্যাগ করে কিন্তু একদিন না একদিন তার মোহ জাল ছিন্ন হবেই। স্বদেশপ্রেম মানব চরিত্রের একটি নিখাঁদ বৈশিষ্ট্য। স্বদেশের মাটিতে জীবন পুষ্পিত হয় শত রঙে। যে দেশে যার জন্ম সে দেশ তার মানস-ভূমিতে জন্ম দিয়ে থাকে একটি পবিত্র প্রেম। তখন মনে হয়–

"মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।"

সাহিত্যের আয়নায় দেশপ্রেম: বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক তাদের কবিতা, কাব্য, নাটক, গান, উপন্যাস প্রভৃতি লেখনির মাধ্যমে তাদের দেশপ্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক যুগে বাংলাসাহিত্যে দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটে ব্রিটিশ আমল থেকেই। নীলদর্পণ, আনন্দমঠ, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি গ্রন্থে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের সাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

কবির ভাষায় স্বদেশপ্রেম: দেশপ্রেম ছাড়া মানুষের জীবন যে কত অর্থহীন তা জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন বাংলা কাব্য সাহিত্যের সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ইংরেজিতে পারঙ্গম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা শুরু করলেও পরবর্তীতে দেশপ্রেমের টানে বাংলা সাহিত্যে ফিরে আসেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলা সাহিত্যের জগতে বিশাল অবদান রেখেছেন। তিনি দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য বিশ্বের দরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করেছেন। দেশপ্রেমে আপ্লুত হয়ে তিনি লিখেছেন– "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।"

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা: স্বদেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলেও এ গুণটি তাকে অর্জন করতে হয়। তাই ছাত্রজীবন থেকেই দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে। ছাত্রজীবনে যে দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তা মনে আজন্মলালিত হয়। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে দেশের ভালো-মন্দ তাদেও উপর অর্পিত হবে। সবার আগে দেশের বিপদে-আপদে ও প্রয়োজনে ছাত্রদেরকেই এগিয়ে আসেত হবে। প্রয়োজনে দেশের স্বার্থে ছাত্রদেরকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। যেমনটি ছাত্ররা করেছিল ১৯৫২ সালের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করে।

স্বদেশপ্রেমের প্রভাব: স্বদেশেপ্রেমের মহৎ চেতনায় মানব চরিত্রের সৎ গুণাবলি বিকশিত হয়। মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা দূর হয়। স্বদেশপ্রেম মানুষকে উদার ও মহৎ করে,পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে প্রেরণা দেয়। স্বদেশপ্রেমের কারণেই মানুষ আত্মসুখ ত্যাগ করে দেশ ও জাতির কল্যাণ করে, দেশবাসীকে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেম অকৃপণ, উদার এবং খাঁটি। তা জীবনের প্রতি প্রেমকেও ছাড়িয়ে যায়। স্বদেশপ্রেমের এই সর্বগ্রাসী দিকটি অ্যাডউইন আর্নল্ডের ভাষায় চমৎকার ফুটে উঠে- 'জীবনকে ভালোবাসি সত্য কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।' প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মধ্যে কোনো সংকীর্ণ চিন্তা থাকে না। দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিই দেশপ্রেমিকের সর্বক্ষণের চিন্তা ও কর্মের বিষয়। দেশের স্বার্থকে তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন। নিজের অহংকার, মেধা, প্রজ্ঞা ও গৌরব স্বদেশের জন্য নিবেদন করেন। দেশের জন্য নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে দেশের মর্যাদা রক্ষা করেন। দেশ সেবার মানসিক শক্তি যার আছে, তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা থাকে না। থাকে না কোনো প্রকার ভয়-ভীতি। দেশ সেবার পথে পথে সাজানো থাকে মৃত্যুর তোরণদ্বার। থাকে পথে পথে বাধাবিপত্তি। মৃত্যুর গর্জন তার কানে বাজে সংগীতের মতো। কবির ভাষায়-

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত: যুগে যুগে অসংখ্য মনীষী দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন দিয়েছেন তীতুমীর, প্রীতিলতা। ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছেন ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য শহিদ হয়েছেন, রফিক, বরকত, সালাম, জাব্বার এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-বিসর্জিত অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র-শিক্ষক, লক্ষ লক্ষ মা-বোন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অকুতোভয় সৈনিকদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি। দেশপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অকুতোভয় সৈনিকদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি। দেশপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। এছাড়া উপমাহদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমের অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাছাড়া ইতালির গ্যারিবাল্ডি, রাশিয়ার লেনিন ও স্তালিন, চীনের মাও সেতুং, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, ভিয়েতনামের হো-চি-মিন, তুরস্কের মোস্তাফা কামাল পাশা প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্বঅঙ্গনে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মহিমায় ভাস্বর। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসও স্বদেশপ্রেমের গর্বে গর্বিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসনের বিরূদ্ধে গণঅভ্যুত্থান আমাদের স্বদেশপ্রেমের প্রমান দেয়।

স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতি: বস্তুত রাজনীতিবিদদের প্রথম ও প্রধান অবলম্বনই হলো দেশ প্রেম। স্বদেশ প্রেমের পবিত্র বেদীমূলেই রাজনীতির পাঠ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ রাজনীতিবিদ দেশের সদাজাগ্রত প্রহরী। পরাধীন বাংলাদেশের দিকে দিকে যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল, তাদের সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরাধীনতার বন্ধন থেকে দেশ জননীকে মুক্ত করা। তাঁদের অবদানে আজ দেশ স্বাধীন। কিন্তু আজ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই মহত্তর ও বৃহত্তর কল্যাণবোধ থেকে ভ্রষ্ট। দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, মানুষের প্রয়োজনে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার সাধনা, দেশপ্রেমের অঙ্গীকার এখন প্রায়ই অনুপস্থিত। রাজনীতি সর্বস্ব দেশপ্রেম প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও সর্বনাশের পথকেই প্রশস্ত করে। কবির ভাষায়– "স্বদেশের উপকারে নেই যার মন

কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।"

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও স্বদেশপ্রেম: নগর কেন্দ্রীক সভ্যতায় মানুষ তার পাশের বাড়ির মানুষের কথাই ভুলে গেছে। মানুষ আজ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। দেশের মানুষের চিন্তা করার মানসিকতা তার নেই। মানুষের মধ্যে বাঁচার তাগিদ আজ আর কেউ অনুভব করে না। কেননা মানুষের মধ্যে বাঁচা মানে দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য বাঁচা। কিন্তু সবাই এখন নিজের জন্য বাঁচতে চায়। তাই দেশ ও জাতির জন্য আমাদের এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

দেশপ্রেম ও আমাদের কর্তব্য : পৃথিবীতে বীর, বিপ্লবী, ত্যাগী মহৎ দেশপ্রেমিক মানুষের সংখ্যা কম নয়। দেশে দেশে এই মহৎ দেশপ্রেমিক মানুষেরা তাদের ত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন। তারা এই পৃথিবীকে করতে চেয়েছেন সুন্দর, কল্যাণকর, শান্তিময়। কিন্তু মানুষের এই স্বপ্ন আজো স্বার্থক হয় নি। যে লক্ষ ও আদর্শ নিয়ে তারা জীবন উৎসর্গ করেন মানুষ সেই ত্যাগ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জীবনকে আরো দুঃখময় করে তোলেন। মানুষ জীবন দেয় ঠিকই কিন্তু তার অভীষ্ট লক্ষ পূরণ হয় না। আজো পৃথিবীতে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি, অশান্তি দূর হয় না, মানুষের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তবে কি-

'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
তার যতো মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?'

মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ ছাড়া এইসব মহৎ আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গ প্রকৃত মর্যাদা পাবে না। আমরা যদি বীর, বিপ্লবী, ত্যাগী দেশপ্রেমিকদের মর্যাদা দিতে চাই তাহলে তাদের কর্ম ও আদর্শকে মূল্য দিতে হবে। তাহলেই তাদের জীবনদান ও দেশপ্রেম সার্থক হবে। আর এটাই হচ্ছে দেশপ্রেমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এটাই হচ্ছে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্ব ভাবনা: যথার্থ দেশপ্রেমের সাথে বিশ্ব প্রেমের কোন অমিল নেই, নেই কোন বিরোধ, বরং স্বদেশ প্রেমের ভেতর দিয়ে বিশ্বপ্রেমের এক মহৎ উপলব্ধিরও জাগরণ ঘটে। স্বদেশ তো বিশ্বেরই অন্তর্ভূক্ত। স্বদেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্বদেশপ্রেম কখনও বিশ্বপ্রেমের বাধা হয় না। দেশপ্রেম যদি বিশ্ববন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সহায়ক না হয়তবে তা প্রকৃত দেশপ্রেম হতে পারে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-মানুষ নির্বিশেষে সকলকেই দেশপ্রেমের চেতনায় উৎসাহিত হতে হবে। যে নিজের দেশকে ভালোবাসে না সে অন্য দেশ, ভাষা, গোষ্ঠী তথামানুষকে ভালোবাসতে পারবে না। তাই দেশপ্রেমের মধ্যেই বিশ্বপ্রেমের প্রকাশ ঘটে।

উগ্র দেশপ্রেম: স্বদেশপ্রেম দেশ ও জাতির জন্য গৌরবের। কিন্তু উগ্র দেশপ্রেম ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য করে তোলে অন্ধ স্বদেশপ্রেম। দুটি বিশ্বযুদ্ধ উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা উগ্র দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনির উগ্র জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তাই উগ্র দেশপ্রেম সব সময় অশুভ, চির অকল্যাণকর ও চির অশান্তির।

উপসংহার: স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ,উদার ও অকৃত্রিম অনুভূতি। প্রকৃত স্বদেশপ্রেম জীবনের প্রতি ভালোবাসাকে অতিক্রম করে গর্বিত। জন্মভূমি সকলেরই প্রিয়, তা রক্ষার দায়িত্বও সকলের। হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে। দেশের উন্নয়নে যেমন সবাইকে সমানভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে তেমনি দুর্দিনে দেশ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তবে মনে রাখতে হবে নিজেরদেশকে রক্ষার নামে অপরকে আক্রমণ করা মানবতাবিরোধী। স্বদেশপ্রেমের মতো পবিত্র গুণ আর নেই। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের উচিত স্বদেশকে ভালোবাসা। প্রকৃত দেশপ্রেমী মানুষ সকলের কাছে পরম পূজনীয়। দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মত্যাগকারী ব্যক্তিই বিশ্ববরেণ্য।